প্রকাশনার ৮২ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১৯ ❖ ২৯ মে - ৪ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

আনন্দ ধামের অভিমুখে

প্রভু যিশুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব : বিশ্ব যোগাযোগ দিবস

বিশ্ব যোগাযোগ দিবস উপলক্ষে পোপ মহোদয়ের বাণী

ঐশ অনুগ্রহ বহনকারী মহান সাধু আন্তনী

পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত ক্লেমেন্ট ডি'রোজারিও
জন্ম : ২৭ মার্চ, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৮ জুন, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : পুরান তুইতাল
ধর্মপল্লী : তুইতাল

"জীবন যাদের পুণ্যে ভরা, সবার তরে মরে তারা
উদার প্রাণের বিনিময়ে তারাই বেঁচে রয়।
মরণ পাড়ে তাদের জীবন হোক আনন্দময়।"

দেখতে দেখতে পাঁচ বছর চলে গিয়ে ফিরে এলো ৮ জুন। যেদিন তুমি আমাদের সবাইকে ফেলে রেখে চলে গেলে না ফেরার দেশে। তোমার অভাব কি করে পূরণ হবে মায়ের কাছে আর তোমার সন্তানদের কাছে। তুমি যে রয়েছ আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায়। মনে হয় তুমি সব সময় আমাদের আশে-পাশে, আমাদের সঙ্গেই রয়েছ। মা প্রতিদিন খ্রিস্টযাগের পর তোমার কবরে যান। মা তোমাকে ছাড়া নয়, তোমাকে হৃদয়ের মাঝে নিয়ে বেঁচে আছেন। তোমার আদর, তোমার ভালবাসা ও শাসনে আমাদের ভাই-বোনকে মানুষ করেছো। আমাদের তুমি আশীর্বাদ করো যেন আমরা ভাই-বোনেরা মাকে নিয়ে একসাথে ভালভাবে থাকতে পারি আর তোমার ইচ্ছা পূরণ করতে পারি। আমাদের বাবা ছিলেন পরোপকারি, সমাজ সেবক, সমবায়ী ও প্রার্থনাশীল মানুষ। মিশনের, সমাজের বিভিন্ন কাজে বাবা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন।

বাবা, আমরা বিশ্বাস করি তুমি স্বর্গীয় পিতার গৃহেই আছো। আমরা তোমার আত্মার কল্যাণে প্রার্থনা করছি প্রতিনিয়ত। ঈশ্বর তোমার আত্মার চির শান্তি দান করুন।

তোমারই ভালবাসার
স্ত্রী : এনেষ্টিন উষা রোজারিও
বড়-ছেলে-বৌমা : মার্ক ও শিখা ,নাতনী : নন্দিনী
মেয়ে ও জামাতা : রোজ ও পরিমল, নাতী- নাতবৌ: আকাশ-চন্দ্রিকা, প্রিন্স
ছোট-ছেলে ও বৌমা : ভিক্টর ও ইভা
নাতী : রাজ, যশোয়া, নেইথ্যান

বিজ্ঞ/১৫৭/২০২২

পাওয়া যাচ্ছে! বাণীবিতান ও প্রার্থনাবিতান

- ☐ বাণী বিতান দৈনিক পাঠ (৩,২০০/= টাকা)
- ☐ বাণী বিতান রবিবাসরীয় (২,৫০০/= টাকা)
- ☐ খ্রিস্টযাগের প্রার্থনা সংকলণ (৩,০০০/= টাকা)

এছাড়াও পাওয়া যাচ্ছে

- ☐ খ্রিস্টযাগ রীতি
- ☐ খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ☐ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- ☐ কাথলিক ডিরেক্টরী
- ☐ এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- ☐ যুগে যুগে গল্প
- ☐ সমাজ ভাবনা
- ☐ প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- ☐ বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- ☐ খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- ☐ বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- ☐ সাধু যোসেফ পরিবারের রক্ষক ও বিশ্বমণ্ডলীর প্রতিপালক
- ☐ সলতে
- ☐ ছোটদের সাধু-সাধ্বী

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন

-যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র	প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)	প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)	প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০ ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫	হলি রোজারি চার্চ তেজগাঁও, ঢাকা	সিবিসিবি সেন্টার ২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা	নাগরী পো: অ: সংলগ্ন গাজীপুর।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮২, সংখ্যা : ১৯
২৯ মে - ৪ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
১৫ - ২১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

মনোযোগ দিয়ে কথা শোনা

কথা বলা ও শুনতে পারা একজন ব্যক্তির জন্য সৃষ্টিকর্তার এক বিশেষ দান। যারা কথা বলতে পারে না বা শুনতে পারেনা আমরা অনেকেই হয়তো তাদের কষ্ট দেখেছি, তাদের অসহায়ত্ব অভিজ্ঞতা করেছি। তাই কথা বলতে ও শুনতে পারা সক্ষম ব্যক্তিদের সর্বদা ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে হয়। ঈশ্বরের দানের সঠিক ব্যবহার করে আমাদেরকে কথা বলা ও শোনার মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে হয়। যারা তা করতে পারেন তারা অনুকরণীয় ও জনপ্রিয় ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। বিশেষভাবে যারা মনোযোগের সাথে শুনতে পারেন সমাজে এখনো তাদের কদর বেশি।

কথা শোনার দক্ষতা অর্জন করা একটি সাধনা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং গভীর ধৈর্যের বিষয়। কারো কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার অর্থ হলো - তাকে মূল্য দেয়া, মর্যাদা দেয়া, সম্মান দেখানো। ঠিক তেমনই অন্যের কথা না শোনা মানে তাকে গুরুত্ব না দেয়া, মর্যাদা ও সম্মান না দেখানো, বা মূর্খ মনে করা। আমাদের সমাজ জীবনে আমরা দেখতে পাই, একজন ব্যক্তি অনেক বেশি খুশী হয় যখন সে তার মনের কথা অন্যের কাছে খুলে বলতে পারে এবং মানুষ তার প্রতি খুশি হয় যে তার কথা শোনে। সম্পর্ক দৃঢ় হয়, মধুর হয়, দীর্ঘস্থায়ী হয় কথা বলার ওপরে নয়, কথা শোনার ওপরে। তাই কথা শোনার অভ্যাস জনপ্রিয়তার একটি ভিত্তি হতে পারে। তবে শুধু তথাকথিত শুনলেই হবে না মনোযোগের সাথে শ্রবণ করতে হবে। শ্রবণের ধারাটি এমন হতে পারে hearing, listening and understanding অর্থাৎ কান দিয়ে শ্রবণ করা, মন দিয়ে শোনা এবং বোঝা। পৃথিবীর অনেক বড় বড় সমস্যার সমাধান হয়েছে শুধুমাত্র পরস্পরকে শ্রদ্ধা, সম্মান এবং গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে এবং এর মূলসূত্র হলো অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা।

পবিত্র শাস্ত্র বাইবেলেও দেখতে পাওয়া যায় ঈশ্বর দশ আজ্ঞার শুরুতেই মানবকূলকে শোনার আহ্বান রাখেন, 'শোন ইস্রায়েল, শোন! *(দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪)*। সাধু পল দৃঢ়ভাবে বলেছেন, "শ্রবণের মাধ্যমে বিশ্বাস স্থাপন হয় *(রোমীয় ১০:১৭)*। যিশুও তাঁর বাণী শোনা ও পালনের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, যে আমার কথা শোনে ও তা পালন করে সে বুদ্ধিমান লোকের মতো। যিশু সাধারণ শোনা ও মনোযোগের সাথে শোনার পার্থক্য তুলে ধরেছেন শোনা ও তা পালনের উপর জোর দিয়ে। এ বছর বিশ্ব যোগাযোগ দিবসের বাণীতে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস শ্রবণের গুরুত্ব তুলে ধরে মূলভাব নির্ধারণ করেছেন - হৃদয়ের অনুরণে শ্রবণ করো। কেননা মনোযোগের সাথে শ্রবণ ভালো যোগাযোগের পূর্বশর্ত। ঈশ্বর গভীর মনোযোগের সাথে মানুষের দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগ, অনুরাগ-অভিমান, ব্যথা-বেদনা, আনন্দ-উল্লাসের কথা শুনেন। তিনি প্রত্যাশা করেন আমরাও যেন পরস্পরের কথা মনোযোগের সাথে শুনি। বাস্তবতায় আমরা সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্যের কথা শুনার বিষয়ে এড়িয়ে চলতে চায়। কথা না শুনার ফলে অন্যদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ থেকে বিরত থাকি। আমাদের কান আছে কিন্তু সঠিকভাবে অন্যদের কথা শ্রবণ করতে ব্যর্থ হই। যা আমাদেরকে মানসিক বধির করে ফেলে। ফলে অভ্যন্তরীণ অন্ধত্ব ও বধিরতা শারীরিক অন্ধত্বের চেয়ে বেশি খারাপ! কাজেই শ্রবণ হচ্ছে, অন্যের সাথে পরিপূর্ণভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করা। শ্রবণের সত্যিকারে আসন হচ্ছে আমাদের হৃদয়। আমাদের সেই হৃদয় কি শুনতে পছন্দ করে, তা তলিয়ে দেখতে হবে। আমরা যদি চটুল খবর ও মন্দতার দিকে কান উৎকর্ণ করে থাকি তাহলে নিজেদের পরিবর্তন করতে হবে। তা না হলে পরচর্চা, পরনিন্দা আমাদেরকে গ্রাস করে নিবে যার বাঁধনে ইতোমধ্যে অনেকেই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছেন। পরনিন্দা, পরচর্চা, কিচ্ছাকাহিনী না শুনে দীন-দরিদ্র, অবহেলিত ও সমাজে বঞ্চিত লোকদের কথা শুনি। শুনি, প্রকৃতির কান্না; শুনি ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর।

সুন্দরভাবে কথা বলার জন্য অনেকেই প্রশিক্ষণ নেন, ঠিক তেমনিভাবে অন্যের কথা শোনার জন্যও আমাদেরকে ধৈর্য্য ধরে সাধনা করে যেতে হয়। যে ব্যক্তি যত বেশি অন্যের কথা শুনতে পারবে সে ব্যক্তি তত বেশি জ্ঞান অর্জন করে নিজের কথা বলার সম্পদ সঞ্চয় করতে পারবে। কথা শুনতে হবে জ্ঞান অর্জনের জন্য, উপলব্ধি করার জন্য, সমাধানের জন্য, বক্তাকে মর্যাদা দেয়ার জন্য। আমরা অনেকেই অন্যের কথা শুনি মানার জন্য নয় তাকে আটকানোর জন্য, তার কথাটি গুরুত্বহীন সেটা প্রমাণের জন্য। ফলে আমরা ভাসাভাসা কথা শুনি। ফলে আমাদের মধ্যে ভালো যোগাযোগ হয়ে ওঠে না। আসলে যোগাযোগ দৃঢ় হবে যখন আমরা পরস্পরকে সত্যিকারভাবে মনোযোগের সাথে শুনতে পারবো। বলা কম শোনা বেশি - এই নীতি মেনে চলি। কেননা ঈশ্বর আমাদেরকে একটি মুখ দু'টি কান দিয়েছেন। মনে রাখি যতো বেশি শুনবো ততবেশি সোনার মানুষ হবো। †

তখন এমনটি ঘটল যে, তিনি আশীর্বাদ করতে করতে তাঁদের ছেড়ে চলে গেলেন, এবং উর্ধ্বে, স্বর্গেই তাঁকে বহন করা হল। - লুক ২৪:৫১

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা
ছনি মজেছ ডি রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

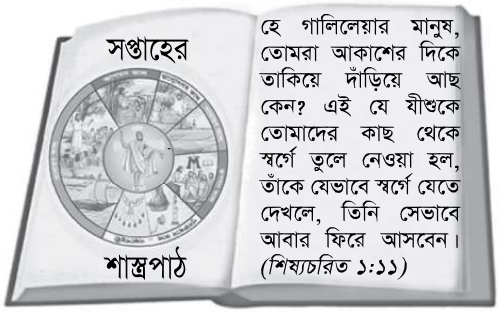

হে গালিলেয়ার মানুষ, তোমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এই যে যীশুকে তোমাদের কাছ থেকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হল, তাঁকে যেভাবে স্বর্গে যেতে দেখলে, তিনি সেভাবে আবার ফিরে আসবেন। *(শিষ্যচরিত ১:১১)*

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৯ মে - ৪ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

২৯ মে, রবিবার

প্রভু যিশুর স্বর্গারোহণ, *মহাপর্ব*

শিষ্য ১: ১-১১, সাম ৪৭: ১-২, ৫-৮, হিব্রু ৯: ২৪-২৮; ১০: ১৯-২৩, লুক ২৪: ৪৬-৫৩, **বিশ্ব যোগাযোগ দিবস**

৩০ মে, সোমবার

শিষ্য ১৯: ১-৮, সাম ৬৮: ১-৬, যোহন ১৬: ২৯-৩৩

৩১ মে, মঙ্গলবার

ধন্যা কুমারী মারীয়ার সাক্ষাৎকার, *পর্ব*

সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:

জেফা ৩: ১৪-১৮ (বিকল্প: রোমীয় ১২: ৯-১৬), গীতিকা ইসা ১২: ২-৩, ৪-৬, লুক ১: ৩৯-৫৬

১ জুন, বুধবার

সাধু জাস্টিন, ধর্মশহীদ, *স্মরণদিবস*

শিষ্য ২০: ২৮-৩৮, সাম ৬৮: ২৮-২৯, ৩২-৩৫, যোহন ১৭: ১১-১৯

অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:*

১ করি ১: ১৮-২৫, সাম ৯৬: ১-৩, ৭-৮, ১০, মথি ৫: ১৩-১৬

২ জুন, বৃহস্পতিবার

সাধু মার্সেল্লিনুস ও পিতর, সাক্ষ্যমরণ

শিষ্য ২২: ৩০; ২৩: ৬-১১, সাম ১১৬: ১-২, ৫, ৭-১১, যোহন ১৭: ২০-২৬

৩ জুন, শুক্রবার

সাধু চার্লস লুয়াঙ্গা এবং সঙ্গীগণ, ধর্মশহীদ

শিষ্য ২৫: ১৩-২১, সাম ১০৩: ১-২, ১১-১২, ১৯-২০, যোহন ২১: ১৫-১৯

অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:*

মাকাবীয় ৭: ১-২, ৯-১৪, সাম ১৭: ১, ৫-৬, ৮, ১৫, যোহন ১২: ২৪-২৬

৪ জুন, শনিবার

শিষ্য ২৮: ১৬-২০, ৩০-৩১, সাম ১১: ৪, ৫, ৭, যোহন ২১: ২০-২৫

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৩০ মে, সোমবার

+ ১৯৪৯ সিস্টার এম তেরেজা এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৪ ফাদার পিয়ের বেনোয়া সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০২১ সি**স্টার মিরিয়াম** এসএমআরএ (ঢাকা)

৩১ মে, মঙ্গলবার

+ ১৯৯১ ফাদার এরনেস্তো লুভিয়ে এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০২ সিস্টার সিলভিয়া গাল্লিনা এসসি (দিনাজপুর)

২ জুন, বৃহস্পতিবার

+ ১৯২৮ বিশপ সান্তিনো টাভেজ্জা পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৫ সিস্টার ভিনসেন্সা মন্ডল সিআইসি (দিনাজপুর)
+ ২০১৯ সিস্টার ফ্রান্সিস টি রুরাম (ময়মনসিংহ)

৩ জুন, শুক্রবার

+ ১৯৮৯ সিস্টার ফ্রান্সেস্কা তাঞ্জি এসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৫ ব্রাদার রবার্ট বেলারমিন হোগ সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৮ ব্রাদার যোসেফ লিয়ন সিএসসি

৪ জুন, শনিবার

+ ১৯৮০ মন্সিনিয়র মাইকেল ডি' কস্তা (ঢাকা)

ধারা - ৩
খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার

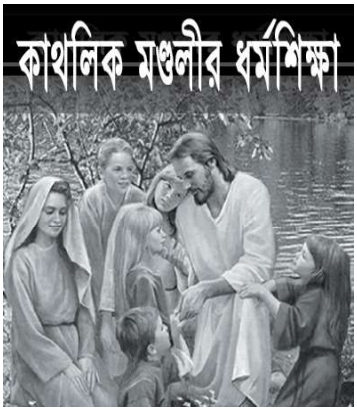

॥চ॥ নিস্তার ভোজ-উৎসব

১৩৮২: একই সময়ে এবং অবিচ্ছেদ্যভাবে খ্রীষ্টযাগ হল যজ্ঞীয় স্মারক-অনুষ্ঠান যার মধ্যে ক্রুশের বলিদান অব্যাহত, এবং প্রভুর দেহ ও রক্তের সঙ্গে মিলনের পুণ্য ভোজ-উৎসব। তবে খ্রীষ্টপ্রসাদীয় যজ্ঞ, মিলন-প্রসাদের মাধ্যমে খ্রীষ্টের সঙ্গে ভক্তবিশ্বাসীদের অন্তরঙ্গ মিলনের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত। মিলনপ্রসাদ গ্রহণ করা হল স্বয়ং খ্রীষ্টকেই গ্রহণ করা, যিনি নিজেকে আমাদের জন্য অর্পণ করেছেন।

১৩৮৩: যজ্ঞবেদী, যাকে ঘিরে খ্রীষ্টপ্রসাদ অনুষ্ঠানে উপাসক মণ্ডলী সমবেত, তা একই রহস্যের দু'টি দিক প্রকাশ করে: যজ্ঞবেদী এবং প্রভুর মেঝ। সত্যি তাই, কারণ খ্রীষ্টীয় বেদী স্বয়ংখ্রীষ্টেরই প্রতীক। খ্রীষ্ট, সমবেত ভক্তবিশ্বাসীগণের মাঝে উপস্থিত, একদিকে আমাদের পুনর্মিলনের উদ্দেশে অর্পিত বলিরূপে এবং অন্যদিকে স্বর্গীয় খাদ্যরূপে, যে-খাদ্য হিসেবে তিনি নিজেকেই আমাদের দান করেন। সাধু আমব্রোজ প্রশ্ন করেন, "খ্রীষ্টের বেদী যদি খ্রীষ্টদেহের প্রতীকই না হয়, তাহলে সেই বেদী-বা কী?" তিনি অন্যত্র বলেন, "বেদী দেহের (খ্রীষ্টের) প্রতীক এবং বেদীর উপরই খ্রীষ্টের দেহ।" যজ্ঞবলি ও মিলনপ্রসাদের এই সংযোগ উপাসনা-অনুষ্ঠান অনেক প্রার্থনার মধ্যে প্রকাশ করে। তাই রোমীয় মণ্ডলী যজ্ঞ-নিবেদনের প্রার্থনায় বলে:

হে সর্বশক্তিমান পিতা, মিনতি করি,
তোমার পবিত্র দূত তোমার সাক্ষাতে স্বর্গীয় বেদীর উপর
আমাদের এই যজ্ঞ উপনীত করুন।
এই বেদী থেকে তোমার পুত্রের দেহ ও রক্ত গ্রহণের গুণে
তোমার সকল আশীর্বাদ ও অনুগ্রহদানে
আমাদের বলি পূর্ণ কর।

"তোমরা নিয়ে খাও": মিলনপ্রসাদ

১৩৮৪: প্রভু আমাদের আমন্ত্রণ জানান খ্রীষ্টপ্রসাদে তাঁকে গ্রহণ করতে, তিনি আমাদের তাগিদ দিয়ে বলেন: "আমি তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি, তোমরা যদি মানবপুত্রের মাংস না খাও ও তাঁর রক্ত পান না কর, তবে তোমাদের অন্তরে কোন জীবন নেই।

১৩৮৫: এই আমন্ত্রণে সাড়া দিতে এমন মহান ও পবিত্র মুহূর্তটির জন্য আমাদেরকে অবশ্যই নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে। সাধু পল আমাদের মনপরীক্ষা করার তাগিদ দেন: "সুতরাং যে কেউ অযোগ্যভাবে প্রভুর রুটি খায় কিংবা পানপাত্র থেকে পান করে, সে প্রভুর দেহ ও রক্তের দায়ী হবে। তাই প্রত্যেকে নিজেকে পরীক্ষা করুন, তারপরেই সেই রুটি গ্রহণ করুন ও সেই পানপাত্র থেকে পান করুন। কেননা তাঁর দেহের কথা বিচার-বিবেচনা না করে যে মানুষ খায় ও পান করে, সেই নিজের বিচার, পান করে। গুরুতর পাপ করেছে এমন সচেতন ব্যক্তিকে মিলনপ্রসাদ গ্রহণের পূর্বে অবশ্যই পুনর্মিলন সংস্কার গ্রহণ করতে হবে।

৫৬ তম বিশ্ব যোগাযোগ দিবস উপলক্ষে পোপ ফ্রান্সিসের বাণী

মূলভাব : হৃদয়ের অনুরণে শ্রবণ করা

প্রিয় ভাই-বোনেরা,

বর্তমান বাস্তবতা আবিষ্কারের লক্ষ্যে বিগত বছর যোগাযোগ দিবসে "এসে দেখে যাও" বিষয়টি নিয়ে ধ্যান করেছি এবং এর বিভিন্ন ঘটনার বিষয় পর্যালোচনা করতে চেষ্টা করেছি। মানুষের সাথে সাক্ষাৎও করেছি। এই বিষয়ের ধারাবাহিকতায় আমি আরেকটি শব্দের দিকে দৃষ্টিপাত করতে চাই। আর তা হলো 'শ্রবণ' যা যোগাযোগ ব্যাকরণের একটা বড় অংশ এবং সত্যিকার সংলাপের পূর্বশর্ত। বাস্তবে, আমাদের সামনে যারা আছেন তাদের কথা শুনার দক্ষতা হারাচ্ছি। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে সম্পর্কের বিবর্তনে এবং বিশেষভাবে আমরা যখন আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রাষ্টীয় জীবন নিয়ে কথা বলি। একই সময়ে যোগাযোগ ক্ষেত্রে 'শ্রবণ' এর বিষয় নতুনভাবে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে এবং এর অর্থ বিভিন্নভাবে সম্প্রচারিত হচ্ছে । যেমন: অডিও খবরগুলোর মাধ্যমে এই কথা সত্য বলে প্রচার করা হচ্ছে যে, মানব যোগাযোগ ক্ষেত্রে 'শ্রবণ'এখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। একজন সনামধন্য ডাক্তার যিনি চিকিৎসার মাধ্যমে মানুষের ক্ষত নিরাময় করতেন, তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, মানব জাতির সবচেয়ে মহৎ প্রয়োজন কোনটি? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, " মানুষের কথা শ্রবণের অসীম আগ্রহ" যে আগ্রহ তার মধ্যে সুপ্ত রয়েছে। আর এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য শিক্ষক কিংবা গঠনপ্রার্থীগণ আহূত। অন্যভাবে বলা যায়, যোগাযোগের ক্ষেত্রে পিতা-মাতাগণ, শিক্ষকমণ্ডলী, পালকগণ, পালকীয় কর্মীগণ, পেশাগত যোগাযোগকর্মীগণ এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ সামাজিক ও রাষ্টীয় সেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন ।

হৃদয়ের অনুরণে শ্রবণ করা: পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত 'শ্রবণের' বিষয়ে শুধু শব্দ অনুধাবন নয় বরং ঈশ্বর ও মানবজাতির মধ্যে সংলাপময় সম্পর্কের গুরুত্ব বিষয়ের মধ্যে উপমার লক্ষ্য করা যায়। "শোন ইস্রায়েল, শোন! *(দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪)*, বাইবেলে দশ আজ্ঞার শুরুতে এই কথা বলা হয়েছে। সাধু পল দৃঢ়ভাবে বলেছেন, "শ্রবণের মাধ্যমে বিশ্বাস স্থাপন হয় *(রোমীয় ১০:১৭)*। বাস্তবে, ঈশ্বর যিনি বলেন, আর আমরা তাঁর কথা শুনে প্রতিউত্তর করে থাকি। সবশেষে বলা যায় শ্রবণ তাঁর দয়ার দান যেমন নবজাত শিশু তার কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে পিতা বা মাতার সাথে প্রতিউত্তর করে থাকে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ঈশ্বর যা বিশেষভাবে আমাদের দান করেছেন তা হচ্ছে শ্রবণ করা। যা মানব জাতির দৃষ্টিকে আরো স্বাধীন করে তোলে।

"শ্রবণ" ঈশ্বরের প্রতিউত্তরের একটি নম্র ধরণ। এটা এমন একটি কর্ম যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর নারী-পুরুষকে আপন প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেন। শুনার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে তাঁর সংলাপের সহযোগী করে তোলেন। ঈশ্বর মানবজাতিকে ভালোবাসেন সে জন্য তিনি তাঁর বাক্যের মধ্যদিয়ে সম্বোধন করেন। তিনি তার কর্ণ দিয়ে মানুষের কথা শুনেন। অন্যদিকে মানুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্যের কথা শুনার বিষয়ে এড়িয়ে চলতে চায়। কথা না শুনার ফলে অন্যদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকে। একবার ডিকন স্টিফেনের বেলায় যেমন ঘটেছিল মানুষ তাদের কান মুড়িয়ে রেখেছিল যেন তার কথা তাদের শুনতে না হয়। একদিকে, ঈশ্বর যোগাযোগের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে মানুষের সাথে আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং নর-নারীকে স্ব-ইচ্ছায় শ্রবণের জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন।

ঈশ্বর-মানব জাতির সাথে তাঁর ভালোবাসার সন্ধি স্থাপন করেছেন। তাদেরকে আহ্বান করেছেন যেন তারা যা পরিপূর্ণভাবে তা প্রকাশ করতে পারে তাঁর আপন প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে। তাঁর মতো অন্যের কথা তারা যেন শ্রবণ করে। স্বাগত জানায় এবং অন্যদের কথা বলার সুযোগ করে দেয়। ভিত্তির দিক থেকে শ্রবণ ভালোবাসার একটি বড় উপাদান।

সেজন্য যিশু তার শিষ্যদেরকে আহ্বান করেছেন, শ্রবণ ক্ষমতার গুণগত মান মূল্যায়ন করতে। শোনার মতো শোন! *(লুক ৪:১৮)*। সে জন্য তিনি বীজ বপকের উপমা বলার পর জিজ্ঞেস করেছিলেন, তারা তা বুঝতে পেরেছেন কিনা! শোনার মতো শুনতে হবে। তিনি বলেছিলেন, যারা খাঁটি ও ভাল হৃদয় নিয়ে বাণী শুনেছিলেন তারা বিশ্বস্তভাবে তা বহন করে জীবনের ফসল ফলায় এবং মুক্তি লাভ করে *(লুক ৮:১৫)*। অন্যকে শ্রবণের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি মনোযোগী হই। কার কথা শুনি? কী শুনি? কিভাবে শুনি? এটা যোগাযোগ মাধ্যমের শিল্পকর্ম যা কোন তত্ত্ব কিংবা কৌশল নয় কিন্তু যা উদার হৃদয়তার মাধ্যমে অন্যদের সাথে অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি করা সম্ভব (মণ্ডলীর প্রেরণকর্ম বিষয়ক নির্দেশনামা)। আমাদের কান আছে কিন্তু সঠিকভাবে অন্যদের কথা শ্রবণ করতে ব্যর্থ হই। ফলে অভ্যন্তরীণ অন্ধত্ব শারীরিক অন্ধত্বের চেয়ে বেশি খারাপ! কাজেই শ্রবণ হচ্ছে, অন্যের সাথে পরিপূর্ণভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করা। শ্রবণের সত্যিকার আসন হচ্ছে হৃদয়। যদিও বয়সে রাজা সলোমন তরুণ ছিলেন কিন্তু তিনি নিজেকে প্রজ্ঞাবান প্রমাণ করেছেন কারণ তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে বর চেয়েছিলেন, একটি শ্রবণের হৃদয় *(১ম রাজাবলী ৩:৯)*। সাধু আগষ্টিন হৃদয়ের শ্রবণের উপর উৎসাহিত করতেন। বাহ্যিকভাবে শুধু শ্রবণ নয় কিন্তু আমাদের আধ্যাত্মিক হৃদয় " তোমাদের হৃদয় যেন শ্রবণে না থাকে বরং শ্রবণ যেন থাকে হৃদয়ের মধ্যে" আসিসির সাধু ফ্রান্সিস তার ভাইদের বলতেন, শ্রবণ যেন তাদের হৃদয় দিয়ে হয়।

সুতরাং আমাদের সত্যিকারের যোগাযোগ হচ্ছে প্রথমত, একজনকে শুনার ধরণ পুনরুদ্ধার করা। যা অন্যের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা এবং কেবলমাত্র শ্রবণের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির সাথে ঐক্য প্রকাশ করে। অন্যদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মনোবাসনা ব্যক্ত করে। আমরা (এটম) একা বাঁচার জন্য সৃষ্টি হইনা বরং সমবেতভাবে বাঁচার জন্য।

শ্রবণ ভালো যোগাযোগের পূর্বশর্ত: কিছু শ্রবণ আছে যা সত্যিকার অর্থে শ্রবণ নয় কিন্তু বিপরীত শ্রবণ। বাস্তবে, শুধু শ্রবণ বর্তমান নেটওয়ার্ক-এর যুগে অনেকটা লক্ষ্যণীয়, যা নিজেদের ব্যক্তিগত ভাল লাগার দিকটার গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তবে ভাল যোগাযোগ হয় যখন মানুষ সামনাসামনি থাকে, অন্যের কথা শ্রবণ করে। তখন সুন্দর, দৃঢ় ও সত্যিকার ও খোলামেলা মনোভাব ব্যক্ত করা হয়।

শ্রবণের ভুলের কারণে যা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অভিজ্ঞতা করি তা অসচেতনভাবে জনজীবনে প্রভাব পড়ে। অন্যের কথা শ্রবণের পরিবর্তে অনেক সময় অন্যের কথায় অংশগ্রহণ করি, অন্যের কথা বলি। সেজন্য সত্য ও ভালোটা আমরা খুঁজতে চাই। শ্রবণে দর্শকের দিকে মনোযোগী হই। ভাল যোগাযোগ দর্শকদের শব্দের দিকে দৃষ্টিপাত করে না বরং অন্যদের কাছ থেকে কারণ বের করে এবং বাস্তবতার সাথে মিল খুঁজে বের করে। এটা খুবই খারাপ বিষয় যে, কিছুক্ষেত্রে মণ্ডলীতেও এই ব্যাপারে শুধু চিন্তাশীল মনোভাব গঠন করা হয় এবং যাত্রা পথে শ্রবণ করা বিষয়টি বিলীন হয়ে যায়।

বাস্তবতায় অনেক সংলাপে আমরা যোগাযোগ স্থাপন করি না। আমরা শুধু অপেক্ষায় থাকি কখন ব্যক্তি তার বক্তব্য থামাবে যেন আমরা আমাদের নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারি। এই অবস্থায় দার্শনিক আব্রাহাম কাপলাপ বলেন, সংলাপ হচ্ছে সংযোগ। দুটি কণ্ঠস্বরের সাথে এক হয়ে যাওয়া। যাইহোক, সত্যিকার যোগযোগ হলো 'আমি এবং তুমি' উভয়ই পারস্পরিকভাবে নিজেদের কাছ থেকে বেরিয়ে আসে এবং তা চলমান রাখে।

শ্রবণ সংলাপের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং শ্রবণের ফলে ভাল যোগাযোগ হয়ে থাকে। যোগাযোগ কখনোই সম্ভব নয় যদি সেখানে শ্রবণের কোন সুযোগ না থাকে। সঠিক, পরিপক্ক এবং সম্পূর্ণ তথ্য জানার জন্য দীর্ঘ সময় ধরে শ্রবণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটা ঘটনা বা একটি অভিজ্ঞতা বর্ণনার প্রতিবেদনে খবর প্রকাশের জন্য কীভাবে শ্রবণ করি তা জানা গুরুত্বপূর্ণ। যা একজনের মন পরিবর্তন ও সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয়। সত্যিকার যোগাযোগ অর্জনের জন্য কণ্ঠস্বরের একাত্মতা ও মিলন ঘটানোর সম্ভব এবং এর মাধ্যমে বহুবিধ কণ্ঠস্বর একে অন্যকে শ্রবণ করে থাকে, এমনকি মণ্ডলীতে ভাই-বোনদের কথা শোনা অনুসন্ধান শিল্প ত্বরান্বিত করে। যা আমাদেরকে তাদের কথাগুলো শুনে তাদের দিকে ধাবিত হতে সক্ষম করে তোলে। কিন্তু মুখোমুখি শ্রবণে সেই কথা বলা হয়! ভাটিকান সিটির একজন বিখ্যাত কূটনীতিক কার্ডিনাল অগাষ্টিনো ক্যাসারলী বলতেন, "ধৈর্যের ধর্মশহীদ" হওয়া হচ্ছে শ্রবণ জটিল দলগুলোর সাথেও কথোপকথন, সর্বোচ্চ শর্তগুলোর এবং কম স্বাধীনতার মাঝে ভালো খুঁজে বের করা। কিন্তু কম জটিলতার আবস্থায় শ্রবণ হচ্ছে সেখানে ধৈর্যের গুণাবলী দরকার, একসাথে অন্যকে সত্যের সাথে মিল করানো যাদের কথা আমরা শ্রবণ করি। আনন্দ আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে। আমি মনে করি, শিশুর কৌতুহলী মন পৃথিবী আবিষ্কার করে। এই মন দিয়ে শ্রবণ করলে শিশুর অবাক করা মন বড়দের মধ্যে সচেতনতা বাড়ায়। তা উন্নতির দিকে আমাদের ধাবিত করে । আমাদের জীবন ফলপ্রসূ হয় যখন অন্যদের কাছ থেকে কিছু শিখি।

বর্তমান সমাজের কথা শ্রবণ করা খুবই মূল্যবান, যেহেতু মহামারিতে সমাজ এখন ক্ষত-বিক্ষত। সমাজের কথা শ্রবণ করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু আর্থিকভাবে সমাজ পিছিয়ে পড়েছে। বর্তমান বাস্তবতায় অভিবাসী একটা জটিল বিষয় এবং কেউ এদের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রস্তুত নয়। আমি পুনরাবৃত্তি করছি, তাদের বিষয়ে অন্ধধারণা আমাদের হৃদয়য়ের কঠিনতা প্রকাশ করে। তাদের জীবনের গল্প আমাদের শ্রবণ করতে হবে। তাদের সবার একটি নাম এবং তাদের জীবনের গল্পের নামকরণ করা দরকার। অনেক ভাল সাংবাদিকগণ ইতোমধ্যে তা করেছেন এবং আরো অনেকে এই কাজ করছেন , অনেকে চাইলে তা করতে পারেন। আসুন আমরা তাদের উৎসাহিত করি, অভিবাসীদের গল্প শুনি। তখনই অভিবাসীগণ স্বাধীন হবে, শক্তি পাবে তাদের নিজেদের দেশ বলে স্বীকৃতি পাবে। আমরা তাদেরকে যেন সংখ্যা বা ভয়ানক পরিসংখ্যান হিসেবে না দেখি বরং নর-নারীদের প্রত্যাশা, কষ্ট ও গল্পসমূহ শ্রবণ করি।

মণ্ডলীতে পারস্পরিক শ্রবণ: মণ্ডলীতেও পরস্পরকে শ্রবণ করা জরুরী প্রয়োজন। এটা খুবই মূল্যবান এবং জীবনদায়ী উপহার পরস্পরকে কাছে টানার। খ্রিস্টানগণ ভুলে গেছেন যে, তাদের পালকীয় কাজে পরস্পরকে শ্রবণের জন্য তারা নিবেদিত। একজন ভাল শ্রোতা হওয়া এবং তাদের কাজের সহভাগিতা করা। আমাদেরকে ঈশ্বরের কান দিয়ে শুনতে হবে এবং ঈশ্বরের বাণীর কথা বলতে হবে।। এভাবে প্রটেষ্টান্ট ঐশতাত্ত্বিক ডাইট্রিক বনাফার স্মরণ করিয়ে দেন যে, প্রথম সেবা কাজ হচ্ছে অন্যদের সাথে মিলন তাদের কথা শ্রবণ করা। যারা ভাই-বোনদের কথা শুনতে অক্ষম তারা ঈশ্বরের কথা শুনতেও অক্ষম।

পালকীয় কাজে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে 'পালকীয় শ্রবণতা' । বলার আগে শ্রবণ করা। প্রেরিত শিষ্য যাকোব বলেন, প্রতিটি মানুষ যেন দ্রুত শ্রবণ করে এবং কম বলে (১:১৯)। স্বাধীনভাবে নিজেদের সময় দিয়ে অন্যের কথা শ্রবণ হলে প্রথম দয়ার কাজ।

সিনোডাল (সহযাত্রী) মণ্ডলীর বিষয় সবে আত্ম প্রকাশ করেছে। আমরা প্রার্থনা করি, যেন এই সুযোগে একে অন্যকে শ্রবণ করি। বাস্তবে, মিলন কোন পরিসংখ্যান নয় বা কোন অনুষ্ঠান নয় কিন্তু ভাই-বোনদের পরস্পরকে শ্রবণ করা। সঙ্গীত দলে কোন একক সুর থাকে না বা অনৈক্য সুর থাকে না বরং থাকে সুরের সংমিশ্রন, বহুমাত্রিক, সমবেত। একইভাবে গানের দলে প্রতিটি কণ্ঠ অন্যের কণ্ঠ শুনে মিলিতভাবে একই সাথে সমবেত গান পরিবেশন করে। গীতিকার এই একতা আনয়নে সচেতন এবং সকল কণ্ঠের একতা আনয়নে সক্ষম। এই সচেতনতায় মিলনে অংশগ্রহণ করি এবং সমবেত হই। আমরা পুনরায় আবিষ্কার করি মণ্ডলীতে যেন প্রতিটি ব্যক্তি তার আপন কণ্ঠে গান গাইতে পারে ও অন্যদের কণ্ঠকে উপহাররূপে স্বাগত জানাতে পারে যা পবিত্র আত্মার ঐক্যদান হিসেবে প্রকাশিত হয়।

পোপ ফ্রান্সিস

(রোম, সাধু যোহনের মহামন্দির
২৪ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ, সাধু ফ্রান্সিস দ্য সালের স্মরণ দিবস)

ভাষান্তর: ফাদার সমীর ফ্রান্সিস রোজারিও

আনন্দ ধামের অভিমুখে

সিস্টার মেরী জেনেভি এসএমআরএ

প্রভু যিশুর স্বর্গারোহণ হলো আশার উৎসব। এই স্বর্গারোহণের প্রত্যাশায়, পিতার সাথে চিরদিনের জন্য একত্রে বসবাসের আশায় ক্রুশ মৃত্যু, অপমান, লাঞ্ছনা সব নীরবে সহ্য করেছেন আমাদের প্রভু যিশু। প্রভু যিশু মৃত্যুর তিনদিন পরেই পুনরুত্থান করেছেন কিন্তু স্বর্গারোহণ করেন দীর্ঘ চল্লিশ দিন পর। আমরা প্রভুর এই দীর্ঘ চল্লিশ দিন যদি ধ্যান করতে যাই তাহলে ইস্রায়েল জাতির সেই ৪০ বছরের দীর্ঘ যাত্রার কথা স্মরণ করতে পারি, ইস্রায়েল জাতি প্রতিশ্রুত দেশে যাওয়ার জন্য কত লম্বা সময় ধরে তারা প্রস্তুতি নিয়েছেন ত্যাগস্বীকারের সেই যাত্রা পথে কত যন্ত্রণা সহ্য করেছেন। যিশু মরু প্রান্তরে দীর্ঘ ৪০ দিন উপবাসে, প্রার্থনায় কাটিয়েছেন, ঈশ্বরপুত্র হয়েও শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছেন। প্রভু যিশু তার জীবনে কোন মহৎ কাজের পূর্বে প্রস্তুতি ছাড়া এগিয়ে যাননি। স্বর্গারোহণের পূর্বেও ঠিক তাই ঘটেছে। প্রভু যিশুর স্বর্গারোহণ নিয়ে আমাদের মনে একটা প্রশ্নই উঠতে পারে। প্রশ্নটি হলো; প্রভু যিশু কেন এই লম্বা সময় পৃথিবীতে থাকলেন? কেন এতো কষ্ট সহ্য করেছেন? প্রশ্নের উত্তরগুলো যদি দিতে চাই তবে বলতে হয়; এর পিছনে একটা বিরাট কারণ লুকিয়ে আছে। প্রভু তাঁর শিষ্যদের জানতেন, তিনি জানতেন তাঁকে ছাড়া এরা অসহায়, নিরাশায় পরে এরা আবার পুরানো জীবনে ফিরে যাবে। সেজন্যেই দীর্ঘ চল্লিশ দিন বিভিন্ন সময়ে তাদের দেখা দিয়ে তাদের উৎসাহ দিলেন, কাজের জন্য বিভিন্ন আধ্যাত্মিক শক্তি দিলেন। পবিত্র আত্মাকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি জানতেন এই দুর্বলচিত্ত শিষ্যগণ পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করার মধ্যদিয়ে তাঁর কাজ চালিয়ে নিতে পারবেন। তাই বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে দেখা দিয়ে তাদেরকে পবিত্র আত্মাকে লাভ করার জন্য প্রস্তুত করলেন। তিনি পুনরুত্থানের পর দেখেছেন শিষ্যরা ঘরের দ্বার বন্ধ করে আছেন তিনি তাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক শক্তি দিলেন *(মার্ক ১৬: ১৬-১৮)*।

যিশুকে হারিয়ে শিষ্যেরা যখন ভারাক্রান্ত হৃদয়ে গ্রামে ফিরে যাচ্ছিলেন। তিনি তাদের দেখা দিয়ে তাদের সেই ভগ্ন হৃদয়ে আকুলতা মুছিয়ে তাঁর বাণী ভেঙ্গে ব্যাখ্যা করলেন। রুটি ভাঙ্গার মধ্যদিয়ে তাদের বিশ্বাসের দৃষ্টি খুলে দিলেন। তাদের হৃদয়ে খ্রিস্টের বাণীর আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। *(লুক ২৪: ১৩-৩৫)* তার পরেই প্রভু যিশুর দর্শন পেয়ে তাঁর প্রচার কাজে সাহস নিয়ে এগিয়ে গেল।

প্রভু যিশুর শিষ্যেরা যখন ইহুদী ধর্মনেতাদের ভয়ে ঘরে দরজা দিয়ে বসে ছিলেন তখন শিষ্য টমাস কিন্তু তাদের সাথে ছিলেন না। তিনি কোথায় ছিলেন তা কিন্তু পবিত্র বাইবেলে উল্লেখ নেই। তিনি কিন্তু ভয়ে ঘরে থাকেন নি। কোথায় ছিলেন তিনি? যিশুকে খুঁজতে গিয়েছিলেন কী? হয়তো তাই। তাই যিশুকে দেখার ব্যাকুলতা তার ভিতরে ছিল। শুধু দেখতেই চাননি, তিনি তাকে স্পর্শও করতে চেয়েছেন। যিশু কিন্তু তার ব্যাকুল হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করলেন। যাকে আমরা অবিশ্বাসী টমাস বলে চিনতাম যিশুর দর্শন লাভ করে তিনিই হয়ে উঠলেন সবচেয়ে শক্তিশালী খ্রিস্টবিশ্বাসী। যিশুর সমন্ধে মঙ্গলসমাচারের সবচেয়ে স্পষ্ট ও পূণ্য বিশ্বাসোক্তি শোনা গেল টমাসেরই মুখে।"প্রভু আমার ! ঈশ্বর আমার *(যোহন ২১:২৮)*। "

সাধু পিতর যে কিনা যিশুর সব অলৌকিক কাজের সাক্ষী। প্রভু যিশুর জীবনের সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সময় যে উপস্থিত ছিল। সেই পিতর যিশুর মৃত্যুর পর তার পুরোনো জীবনে ফির গেল মাছ ধরতে। যখন যিশুর শিষ্যদের মধ্যে অবিশ্বাস দেখা দিয়েছিল তারাও যিশুকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। যিশু যখন তাঁর বারোজন শিষ্যকে জিজ্ঞেস করেছিলে "কী, তোমরাও কি চলে যেতে চাও? সিমোন পিতর উত্তর দিলেন আমরা আর কারও কাছেই বা যাব, প্রভু? শাশ্বত জীবনের বাণী তো আপনার কাছেই রয়েছে। আর আমরা যে বিশ্বাস করি! আমরা যে জানি, আপনিই পরমেশ্বরের সেই পবিত্রজন! *(যোহন ৬: ৬৬-৬৮)*"। যে পিতর এই দৃঢ় খ্রিস্ট বিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছেন যিশুর মৃত্যুর পর তিনিই মাছ ধরতে চলে গেলেন যিশুর প্রচার কাজ বন্ধ করে। প্রভু যিশু কীভাবে এদের প্রস্তুত না করে আনন্দধামে চলে যাবেন! তাই তিনি নিজেই এবার টাইবেরিয়াস সাগরের তীরে চলে গেলেন। তাদের মতো করেই তিনি তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করলেন, "ছেলেরা তোমরা কি মাছ ধরেছ কিছু? নৌকোর ডান দিকে একবার জালটা ফেলতো তাহলে তোমরা কিছু পাবেই।" এভাবে তারা এতো মাছ পেল যে, তাদের দৃষ্টি খুলে গেল। এই আশ্চর্য ক্ষমতা যিশুরই আছে সেখানে তারা জেলে হয়েও বুঝতে পারছিলনা কোথায় মাছ পাওয়া যাবে। যখন যিশুর এই আশ্চর্য ক্ষমতা দেখতে পেলেন তিনি যে কত ক্ষমতার অধিকারী তাঁকে আর চিনতে বাকী রইলনা। যোহনের সুতীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি প্রভুকে চিনতে পারল। যোহন ২১: ৭) এরপর তিনি তাদের জন্য সকালের খাবার ব্যবস্থা করলেন কেননা; সারারাত পরিশ্রম করে শিষ্যেরা সত্যিই খুবই ক্লান্ত ছিলেন। খাবার পর পভু যিশু তার স্বর্গারোহণের যে প্রস্তুতি তার চূড়ান্ত পর্বে ধাবিত হলেন। যে মেষদের ভালবেসে তিনি তাঁর নিজ জীবন উৎসর্গ করেছেন সে মেষদের দায়িত্ব শিষ্য পিতরের হাতে তুলে দিলেন। তিনি পিতরের হাতে খ্রিস্টমণ্ডলীর ভার তুলে দেবার সময় বিশেষ জোর দিয়ে পিতরকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, তিনি যে মহা দায়িত্ব পিতরকে দিচ্ছেন সেই মহা দায়িত্ব পালনেই প্রকাশ পাবে প্রভুর প্রতি তাঁর যথার্থ ভক্তি ও ভালবাসা। সেই জন্যেই যিশু বলেছেন; "আমার মেষদের পালন কর" *(যোহন ২১: ১৬)* যিনি প্রকৃত মেষ পালক। মানব জাতির প্রকৃত প্রতিপালক। এই জগৎ ছেড়ে পিতার কাছে ফিরে যাবার আগে নিজের "মেষদের" পালন কারার দায়িত্ব তুলে দিচ্ছেন পিতরেরই হাতে।

এভাবে পুনরুত্থানের পর চল্লিশ দিন ধরে প্রভু যিশু তার শিষ্যদের প্রস্তত করলেন তিনি তাদের শেষ নির্দেশ দিলেন; "তোমরা জগতের সর্বত্রই যাও; বিশ্ব সৃষ্টির কাছে তোমরা ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার *(মার্ক ১৬:১৫)*।"

আজ প্রভু যিশুর স্বার্গরোহণ পর্ব। বিশ্বাসের তীর্থ উৎসব। আমাদের মুক্তিদাতা যিশু এখন স্বর্গলোকে তাঁর যথাযোগ্য মহিমার আসনেই অধিষ্ঠিত রয়েছেন। পরম পিতার আপন পুত্র হিসাবে পরম পিতার সামনে যে মহিমা তাঁর প্রাপ্য ছিল, তিনি এখন সেই মহিমার আসনেই চিরকালের মতো সমাসীন। আসুন আমরাও এই আশার উৎসবে যোগ দেই। মিথ্যা ভয়, স্বার্থপরতা, সমালোচনা, সন্দেহ থেকে মুক্ত হয়ে, খ্রিস্টের প্রকৃত শিষ্য হয়ে যার যার অবস্থানে থেকে নিজের জীবন দ্বারা খ্রিস্টের মঙ্গলসমাচার প্রচার করি। আমাদের স্বচ্ছ সুন্দর জীবন দ্বারা হয়ে উঠি পিতার প্রিয় পুত্রের প্রিয় শিষ্য। যেন আমরা তাঁর যাত্রার সঙ্গী হয়ে পিতার রাজ্যে স্থান পাই। সেই আনন্দ ধামের অভিমুখে আমাদের যাত্রা যেন সহজ হয় সেই প্রত্যাশায় এগিয়ে চলি----॥

অবিশ্বাস্য সত্য ঘটনা যিশুর স্বর্গারোহণ

মিলটন হালদার খোকন

যিশুর স্বর্গারোহণ হল একটি খ্রিস্টীয় ধারণা। নতুন নিয়মে প্রাপ্ত ধারণা অনুসারে, যিশুর পুনরুত্থানের ৪০ দিন পর তিনি তাঁর শিষ্যদের উপস্থিতিতে সশরীরে স্বর্গে গমন করেন। পবিত্র বাইবেল অনুসারে, এক দেবদূত প্রত্যক্ষদর্শী শিষ্যদের জানান, যেমন ভাবে যিশু স্বর্গে আরোহণ করলেন, ঠিক তেমন ভাবেই তিনি দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে নেমে আসবেন।

প্রামাণ্য সুসমাচারগুলিতে যিশুর স্বর্গারোহণ দুটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায়; *লুক লিখিত সুসমাচারে ২৪: ৫-৫৩ ও মার্ক লিখিত সুসমাচার ১৬:১৯ পদে।* প্রভু যিশু প্রেরিত শিষ্যদের কার্য বিবরণী পুস্তকে ১:৯-১১ যিশুর স্বর্গারোহণের অধিকতর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

নাইসিন দর্শন মতে ও প্রেরিতদের ধর্মমতে যিশুর স্বর্গারোহণের কথা বলা হয়েছে। এই স্বর্গারোহণের তাৎপর্য অনেক, এই মতবাদের মাধ্যমে যিশুর মানবতার স্বর্গে আরোহণের উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়। পুনরুত্থানের ৪০ দিন পর এই দিনটি বৃহস্পতিবার স্বর্গারোহণ উৎসব পার্বণ পালন করা হয়। এটি খ্রিস্টান বর্ষপঞ্জির অন্যতম একটি প্রধান উৎসব। আনুমানিক খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষার্ধে চালু হওয়া এই উৎসব অত্যন্ত জনপ্রিয়। যিশুর স্বর্গারোহণ সুসমাচারে উল্লেখিত জীবনের প্রধান পাঁচটি ঘটনার অন্যতম। অন্যগুলি হলো: দীক্ষা, রূপান্তর, ক্রুশারোপন ও পুনরুত্থান।

ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে খ্রিস্টান শিল্পকলায় স্বর্গারোহণের চিত্র অংকিত হতে শুরু হয়। নবম শতাব্দীতে গির্জার চূড়ায় স্বর্গারোহণের দৃশ্য প্রদর্শিত হতে শুরু করে। স্বর্গারোহণের অনেক দৃশ্যে দু'টি অংশ থাকে: একটি উপরে-স্বর্গীয় ও নিচের পার্থিব অংশ। স্বর্গারোহণের সময় যিশু ডান হাতে পৃথিবীতে শিষ্যদের আশীর্বাদ করেছেন, এমন দৃশ্যও দেখা যায়। সেই দৃশ্যের তাৎপর্য, যিশু চার্চকে আশীর্বাদ করেছেন।

যিশুর পুনরুত্থানের চল্লিশ দিনের একটি কালের সমাপ্তিতে, বৃহস্পতিবার এর পরিবর্তে, আমরা পুনরুত্থান কালের সপ্তম রবিবার যিশুর স্বর্গারোহণ মহাপর্বটি পালন করি। পুনরুত্থানের পর এবং স্বর্গারোহণের পূর্বে চল্লিশদিন ধরে যিশু এই জগতে অদৃশ্যভাবে থেকেও তিনি তাঁর আপন শিষ্যদের মাঝে আবির্ভূত হয়ে দর্শন দিয়েছেন কয়েকবার। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাঁর উপস্থিতি মানুষের কাছে প্রকাশ করেছেন। স্বর্গারোহণের মূল অর্থ হলো যিনি স্বর্গ থেকে মর্ত্যে অবরোহণ করেছিলেন, তিনি এই জগতের কর্মসকল সম্পন্ন করে, যাতনাভোগ ও মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান করে, তিনি স্বর্গে আরোহণ করলেন। স্বর্গীয় পিতার কাছ থেকে তিনি এসেছিলেন, পিতার ইচ্ছা ও আদেশ অনুসারে তিনি জীবন যাপন করেছিলেন, আর স্বর্গীয় পিতা তাঁকে পুনরুত্থান করিয়ে, তাঁর স্বর্গীয় গৌরব ও মহিমায় ভূষিত করেছেন। স্বর্গে আহোরণ করে সেই মহিমায় যিশু অবস্থান করছেন পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে এবং রাজত্ব করছেন যুগ যুগ ধরে।

যিশু পিতার কাছ থেকে এ জগতে নেমে এসেছিলেন, কিন্তু পিতাকে ত্যাগ করে না। ঠিক একইভাবে যিশু এ জগত থেকে স্বর্গে আরোহণ করলেন, কিন্তু শিষ্যদের পরিত্যাগ করে যাননি। তিনি তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন। শিষ্যদের জন্য পিতার কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলেন: "পিত, যাদের তুমি আমার হাতে তুলে দিয়েছো, আমি চাই যেখানে আমি আছি, তারাও যেন আমার সঙ্গে সেখানেই থাকতে পারে। আমি চাই তারা যেন মহিমা উপলব্ধি করতে পারে। আমার সেই মহিমা, যা তুমি আমাকে দিয়েছ *(যোহন ১৭:২৪)।*

সাধু মার্ক বলেন, "তারপর সেই এগারো জন শিষ্য ভোজনে বসলে পর তিনি তাঁদের কাছে প্রকাশিত হলেন.... তাদের সঙ্গে কথা বলবার পর প্রভু যিশুকে উর্ধ্বে, স্বর্গে তুলে নেওয়া হল *(মার্ক* ১৬: ১১৪-১৯) এ থেকে আমরা জানছি যে, শিষ্যেরা খাওয়ার টেবিলে থাকা অবস্থায় যিশুকে উর্ধ্বে তুলে নেয়া হয়। মার্কের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এটা জেরুসালেমের নিকটবর্তী কোনো স্থান ছিলো।

কিন্তু লুক লিখেছেন যে, শিষ্যদের সাথে সাক্ষাতের পর তাঁদের কাছ থেকে রুটি ও মাছ চেয়ে নিয়ে তিনি তাদের সামনে ভোজন করলেন। পরে যিশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে বৈথনিয়া পর্যন্ত গেলেন সেখানে তিনি হাত তুলে তাদের আশীর্বাদ করলেন। আশীর্বাদ করতে করতেই তিনি তাদের ছেড়ে গেলেন এবং তাঁকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হলো *(লুক: ২৪:৫০-৫১)।*

তাহার খাওয়ার সময়ে নয়, বরং খাওয়ার পরে জেরুসালেম থেকে বৈথনিয়া পর্যন্ত পথ চলার পরে বৈথনিয়া থেকে তিনি উর্ধ্বে আরোহণ করেন। এর বিপরীতে প্রেরিতদের কার্য বিবরণ পুস্তক থেকে জানা যায় যে, ৪০ দিন প্রেরিতদের সাথে থাকার পর জেরুসালেমের নিকটবর্তী জৈতুন পর্বত থেকে তিনি উর্ধ্বারোহণ করেন *(প্রেরিত ১; ৯-১২)।*

মথি উর্ধ্বারোহণের কথা বলেন নি। তবে তিনি নিশ্চিত করেছেন যে, যিশু পূর্বের প্রতিশ্রুতি অনুসারে গালীলেই প্রেরিতদের সাথে শেষ সাক্ষাত করেন এবং সেখান থেকেই স্বর্গে আরোহণ করেন। সাধু মথির সুসমাচার সমাপ্তও হয়েছে এই গালীলেই। এমনি ভাবে একথা প্রমাণিত যে, যিশু স্বর্গ থেকে নেমে এসে পিতার ইচ্ছা পালন করে আবার পিতার ইচ্ছাতেই স্বর্গে গমন করে আমাদের জন্য ঘর ঠিক করতে গেছেন॥ ❑

ঢাকা শহরস্থ সাভারবাসী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
১০৫/৯/এ, মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
রেজিঃ নং- ৪১২, তারিখ: ২০/০৫/২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

১১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ১০/০৫/২০২২ খ্রিস্টাব্দ

এতদ্বারা ঢাকা শহরস্থ সাভারবাসী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ১২ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার, সন্ধ্যা ৭.০০ ঘটিকায় ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় সেবাকেন্দ্র, মাদার তেরেজা ভবন, পবিত্র জপমালা রাণী গীর্জা ক্যাম্পাস, তেজগাঁও, ঢাকায়** ইউনিয়নের ১১তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম শুরু হবে বিকাল ৬.০০ ঘটিকায়।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদনসহ যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য সদস্য-সদস্যাদেরকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

লরেন্স রোজারিও
চেয়ারম্যান
ঢাকা শহরস্থ সাভারবাসী খ্রীষ্টান
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

লিন্টাস রক রোজারিও
সেক্রেটারি
ঢাকা শহরস্থ সাভারবাসী খ্রীষ্টান
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিজ্ঞ/১৬০/২২

সন্ন্যাসব্রতী জীবন ঐশরিক আনন্দের জীবনাহ্বান

ব্রাদার তরেন যোসেফ পালমা সিএসসি

খ্রিস্টমণ্ডলীতে সন্ন্যাসব্রতী জীবন হচ্ছে সৌন্দর্য্য ও অলঙ্কার স্বরূপ। সন্ন্যাসব্রতীদের ক্যারিজম (ঐশ অনুগ্রহ) মণ্ডলীকে নানা রং-এ সাজিয়ে তোলে। মণ্ডলীর হৃদয়ে সন্ন্যাসব্রতীদের অবস্থান। যারা মণ্ডলীর কেন্দ্রে অবস্থান করে, যাজক ও ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরী করে এক বৃহৎ মণ্ডলী করে তোলে। তাই সন্ন্যাসব্রতী জীবন খ্রিস্টমণ্ডলীতে উপহার এবং এ জীবন পথই মণ্ডলীর জন্য ইতিবাচক চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। মণ্ডলীর বৃদ্ধি, অস্তিত্ব ও বিশ্বাস রক্ষার্থে সন্ন্যাসব্রতীদের অবদান যুগ যুগ ধরে অনস্বীকার্য। মণ্ডলী সাধারণ ভাবে যেখানে পৌঁছতে পারে সন্ন্যাসব্রতীরা সেখানে নির্বিঘ্নে পৌঁছে যায়। মণ্ডলীকে যে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে কুণ্ঠাবোধ করে সেখানে সন্ন্যাসব্রতীরা নির্ভয়ে সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এবং যে কোন সময় যে কোন ধরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সদাপ্রস্তুত থাকে।

মঙ্গলসমাচারের সুমন্ত্রণা অনুসারে পবিত্রতা, বাধ্যতা, কৌমার্য্য ও দরিদ্রতা ব্রত গ্রহণ করে খ্রিস্টেতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ করে। তাদের জীবন হয়ে ওঠে ঐশরিক আনন্দপূর্ণ একটি জীবন। সন্ন্যাসব্রতীরা তাদের ভালবাসাপূর্ণ সংঘবদ্ধ জীবনের মধ্যদিয়ে জগতের কাছে স্বর্গরাজ্যের চিহ্ন হয়ে ওঠে। ব্রত গ্রহণের মধ্যদিয়ে তারা লাভ করে পবিত্র আত্মার বিশেষ অনুগ্রহ ও শক্তি। পবিত্র আত্মা তাদের অন্তরে ঢেলে দেন এমন ভালবাসা, যে ভালবাসার শক্তিতে তারা খ্রিস্ট ও তার দেহরূপ মণ্ডলীর জন্য অধিকতর নিষ্ঠার সাথে জীবন-যাপন করেন। নিষ্ঠার সাথে প্রেমপূর্ণ কাজ করার মধ্য দিয়ে তার মুক্তিকাজের অংশীদার হয়ে ঐশরাজ্য বিস্তারের কাজে সহায়তা করে।

দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা অনুসারে সন্ন্যাস জীবন: সন্ন্যাস জীবন হলো মঙ্গলবাণীর সুমন্ত্রণা অনুযায়ী ব্রতগ্রহণের মধ্যদিয়ে একটি পবিত্র জীবন। তারা সম্পূর্ণ ঈশ্বরের সেবায় নিবেদিত যেখানে আছে এক বিশেষ ধরণের আত্মোৎসর্গ যার সুদৃঢ় ভিত্তি হচ্ছে দীক্ষাস্নানের আত্মোৎসর্গ এবং তা প্রকৃতই পরিপূর্ণ আত্মোৎসর্গের প্রকাশ। ঈশ্বরের সেবায় আত্মনিবেদন তাদের মধ্যে বিভিন্ন গুণাবলী, বিশেষ ক'রে নম্রতা, বাধ্যতা, সাহসিকতা ও শুচিতা গুণ অনুশীলনের স্পৃহা জাগিয়ে দেয় এবং এসব লালন করতে সাহায্য করে। তারা প্রেমপূর্ণ প্রৈরিতিক কাজে নিষ্ঠাবান থেকে মুক্তিকাজের অংশীদার হয়ে ঐশরাজ্য বিস্তারের কাজে সহায়তা করে। সন্ন্যাসব্রতীদের আধ্যাত্মিক অনুশীলনের অন্যতম দিক ঈশ্বরকে ভালোবাসা ও তার অনুসন্ধান করা, যিনি নিজেই আমাদের প্রথমে ভালবেসেছেন। সন্ন্যাস জীবনের মূল ভিত্তিই হলো ব্রতসমূহ।

ক) **ব্রহ্মচর্য ব্রত:** স্বর্গরাজ্যের কারণে সন্ন্যাসব্রতীগণ যে কৌমার্যব্রত গ্রহণ করেন তাকে একটি অসাধারণ অনুগ্রহদান বলেই শ্রদ্ধা করবে। এই ব্রত মানুষের হৃদয়মনকে অনন্যরূপে মুক্ত ক'রে দেয়, যার ফলে তিনি ঈশ্বর ও সকল মানুষকে অধিকতর নিষ্ঠার সাথে ভালবাসতে সক্ষম হন।

খ) দরিদ্রতা ব্রত: খ্রিস্টকে অনুকরণে সেচ্ছায় দরিদ্রতাবরণ খ্রিস্টের একটি পরিচয়, যা সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করে, বিশেষ ক'রে বর্তমান যুগে। এ ব্রতের মাধ্যমে অন্তরের প্রেরণা বা মনে-প্রাণেও তেমনি সন্ন্যাসব্রতীদের দরিদ্র হতে হবে; তাদের ধন সঞ্চিত করতে হবে স্বর্গধামে।

গ) বাধ্যতা ব্রত: বাধ্যতার ব্রত স্বীকার ক'রে সন্ন্যাসব্রতীগণ নিজেদের ইচ্ছাকে পূর্ণভাবে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করেন আত্মবলিদানের প্রতীকরূপে। এভাবে তারা অধিকতর স্থায়ী ও নিশ্চিতরূপে ঈশ্বরের মুক্তিদায়ী ইচ্ছার সঙ্গে সংযুক্ত হন। সন্ন্যাসব্রতীদের অন্যতম দিক হচ্ছে তাদের সংঘবদ্ধ জীবন। আদি মণ্ডলীর বিশ্বাসীসমাজ মনে প্রাণে এক ছিলেন। তাদের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী সংঘবদ্ধ জীবন হবে অবিরাম প্রার্থনা ও একই আত্মার সহভাগিতায় পূর্ণ মঙ্গলবাণীর শিক্ষা ও পবিত্র উপাসনা, বিশেষ করে খ্রিস্টপ্রসাদীয় মিলন-ভোজের দ্বারা তাদের পরিপুষ্ট হতে হবে। সন্ন্যাসব্রতীদের ধর্মীয় পোশাক নিবেদিত জীবনেরই প্রতীক। সুতরাং সেই পোশাক হতে হবে সাদা-সিধে ও অনাড়ম্বর একই সময়ে তা হবে দীনতা প্রকাশক ও শোভনীয়।

পবিত্র সুমন্ত্রণার জীবন: সন্ন্যাসব্রতীরা প্রেম থেকেই পবিত্র সুমন্ত্রণা অনুশীলনের জন্য পায় প্রাণ, শক্তি ও গতি। সেই জন্য স্বর্গরাজ্যের কারণে সন্ন্যাসব্রতীগণ ব্রহ্মচর্য (কৌমার্য্য) ব্রত গ্রহণ করে। সন্ন্যাব্রতীরা সর্বদা ভ্রাতৃপ্রেমে জীবন-যাপন করেন কারণ অকৃত্রিম ভ্রাতৃ প্রেমই হচ্ছে ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী উপায়। এ ব্রতের মধ্যদিয়ে মানুষের জীবনে নারী বা পুরুষ হিসেবে সবচেয়ে বড় সম্পদ পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব লাভের ক্ষমতা উৎসর্গ করেন। বর্তমান জগৎ যেখানে সম্পদ অর্জনের মোহে বিভোর সেখানে সন্ন্যাসব্রতীরা দরিদ্রতা ব্রত গ্রহণ করেন। নিজের বলতে কিছুই থাকবে না। এর মধ্যদিয়ে তারা খ্রিস্টের দরিদ্রতায় অংশগ্রহণ করেন। যিনি পরম ধনবান হয়েও আমাদের জন্য দরিদ্র হয়েছিলেন, যেন তাঁর দরিদ্রতায় আমরা ধনবান হয়ে উঠি। বাধ্যতা ব্রত গ্রহণ করে সন্ন্যাসব্রতীগণ নিজের ইচ্ছাকে আত্মবলিদানের প্রতীকরূপে পূর্ণভাবে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করেন। সন্ন্যাব্রতীরা পবিত্র কৌমার্য্য, দরিদ্রতা ও বাধ্যতা ব্রতের দাবী অনুসারে জীবন-যাপন করে জগতের সামনে প্রাবক্তিক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন।

সন্ন্যাব্রতীদের প্রাবক্তিক ভূমিকা: প্রবক্তা কে? পুরাতন নিয়মে গণনা পুস্তকে ১১:২৯ পদে মোশী বলেছেন "আমার বরং ইচ্ছা করছে ভগবানের আপনজাতির সমস্ত মানুষই প্রবক্তা হয়ে উঠুক। ভগবান তাঁর সেই আত্মিক শক্তি তাদের সকলের উপর অধিষ্ঠিত করুন।" নতুন নিয়মে ১ করিন্থিয়দের কাছে সাধু পলের পত্র থেকে পাই; প্রাবক্তিক ক্ষমতা স্বয়ং পবিত্র আত্মার দান। তাই যাদের প্রাবক্তিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তারা যেন প্রাবক্তিক কাজে ব্যস্ত থাকে। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভায় বলা হয়েছে 'আমরা প্রত্যেকে যার যার নিজের অবস্থানে ও বিভিন্ন আহ্বানে ও প্রৈরিতিক কাজে প্রবক্তা।' সন্ন্যাসব্রতীরাও জগতের সামনে প্রাবক্তিক ভূমিকা পালনের জন্য বিশেষ ভাবে আহূত। সন্ন্যাসব্রতীদের **প্রথম প্রাবক্তিক ভূমিকা** হলো মানব ইতিহাসে পবিত্র আত্মার নিমন্ত্রণ ও আহ্বানের কথা সবাইকে বলা। সন্ন্যাসব্রতীরা চিহ্নিত করে পবিত্র আত্মা মণ্ডলী ও মানব জীবনে সর্বদা সক্রিয় ছিল ও আছেন। তারা দেখান মানুষ শুধু তার লক্ষ্য পূরণের নিয়ন্তা নয়। সেখানে আছে পবিত্র আত্মা ও ঈশ্বরের কৃপা। সন্ন্যাসব্রতীরা প্রকাশ করে তাদের জীবনে পবিত্র আত্মা ক্রিয়াশীল। সন্ন্যাসব্রতীদের **দ্বিতীয় প্রধান প্রাবক্তিক ভূমিকা** হলো স্বাধীন ভাবে সাক্ষ্য দান। সাক্ষ্যদান মানুষকে সঠিকপথে নিয়ে আসে। সন্ন্যাসব্রতীদের **তৃতীয় প্রধান প্রাবক্তিক ভূমিকা** হলো মিলন-সমাজ স্থাপন। যেখানে থাকবে শুধু প্রেম, ভালবাসা, সহভাগিতা ও দয়া। তারা নিজেদের জীবনাদর্শ দিয়ে আদি মণ্ডলীর মত খ্রিস্টভক্তদের একত্রিত হওয়ার পথ ও উপায় দেখান। তাদের ভালবাসাপূর্ণ সংঘবদ্ধ জীবন জগতের সামনে হয়ে ওঠে ঐশরাজ্যের প্রতিছবি। সন্ন্যাসব্রতীদের **চতুর্থ প্রাবক্তিক ভূমিকা** হলো স্বর্গীয় উত্তমতা এ পৃথিবীতে বিরাজমান এর সাক্ষ্য হওয়া। তারা এমন ভালবাসাময় জীবন-যাপন করেন যা সব ধরণের দ্বন্দ্ব, বিরোধ, বিবাদ দূর করে যা মানুষের মাঝে প্রকাশ করে স্বর্গীয় বা ঐশরিক সমস্ত উত্তমতা। সন্ন্যাসব্রতীদের **পঞ্চম প্রধান প্রাবক্তিক ভূমিকা** হলো ক্রুশের মধ্যদিয়ে মুক্তি লাভের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। বর্তমান জগৎ কোন কষ্ট ভোগ করতে চায় না। চায় শুধু ভোগ বিলাসিতায় মত্ত থাকতে। কিন্তু সন্ন্যাসব্রতীরা তাদের জীবনে সকল মানসিক, শারীরিক ও পারিপার্শ্বিক কষ্ট গ্রহণ করেন যেন তারা এ ক্রুশময় কষ্টের মধ্যদিয়ে মুক্তি লাভ করেন। সন্ন্যাসব্রতীদের **ষষ্ঠ প্রধান প্রাবক্তিক ভূমিকা** হলো বিভিন্ন সেবার মধ্যদিয়ে

খ্রিস্টের সাক্ষ্যদান। সারা বিশ্বে সন্ন্যাসব্রতীরা শিক্ষা, চিকিৎসা, সাক্রামেন্তীয়, বাণী প্রচার ও বিধর্মীদের সাথে কাজ করা সহ নানা ধরণের কাজের মধ্যদিয়ে নিঃস্বার্থ সেবার উজ্জ্বল আদর্শ রেখে যাচ্ছেন। এ সেবার মধ্যদিয়ে তারা অন্য যে কারও চেয়ে সমাজে অবহেলিত, নির্যাতিত ও বঞ্চিতদের পাশে দাঁড়িয়ে সেবা করার মধ্যদিয়ে জগতের কাছে সবচেয়ে বড় প্রাবক্তিক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন।

সন্ন্যাব্রতীদের আত্মত্যাগঃ খ্রিস্টমণ্ডলীতে সন্ন্যাসব্রতীদের জীবন হচ্ছে ত্যাগের জীবন। ত্যাগ তাদের সৌন্দর্য, ব্রত তাদের অহংকার এবং সংযম তাদের শক্তি। মণ্ডলীর তৃতীয় শতাব্দী বা তারও আগে থেকে সন্ন্যাসব্রতীরা তাদের জীবন ও কাজ দিয়ে জগতের সামনে অতুলনীয় সাক্ষ্য রেখে আসছেন। স্থান-কাল, যুগ ও কাজের প্রয়োজন অনুসারে পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে নারী ও পুরুষদের সন্ন্যাস সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পবিত্র আত্মার অনুগ্রহদান অনুসারে সন্ন্যাসসংঘগুলি শিক্ষা, চিকিৎসা, ধর্মশিক্ষা ও বাণী প্রচার, আশ্রমিক জীবন ও বিধর্মীদের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। এ পৃথিবীতে সন্ন্যাসব্রতীদের প্রয়োজনীয়তা কখনও কমে যায়নি বরং সময়ের সাথে সাথে তাদের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এটাও চরমভাবে সত্য যে, পৃথিবীর অনেক স্থানে সন্ন্যাস জীবনের প্রতি মানুষের অনিহা লক্ষ্যণীয়। তাই সে সকল স্থানে চলছে আহ্বানের ভাটা আবার অনেক স্থানে দেখা যাচ্ছে আহ্বানের জোয়ার বইছে। বর্তমান জগতে মানব সন্তান জন্ম নেবার পর থেকেই শেখানো হয় ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অর্জনের লড়াই এবং ভোগ বিলাসীতার বিভিন্ন পন্থা। যা মানুষকে অনেক ঈশ্বর ও ধর্ম বিমুখ করে তুলছে। তাই এই ঝলমলে পৃথিবী, ভোগ-বিলাসী জীবন, ক্ষমতা ও অর্থমোহ সন্ন্যাস জীবনের দরিদ্রতা, বাধ্যতা ও কৌমার্য্য জগতের এ বিপরীতমুখী জীবনের প্রতি আরও বেশি নিরুৎসাহিত করছে। তবুও ঈশ্বর তার কাজ চালিয়ে নেবার জন্য ঠিকই কাউকে না কাউকে আজও বেছে নিচ্ছেন। ত্যাগী জীবন এ জগতের কাছে যারা চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখাচ্ছে যে, কিভাবে আধুনিকতার মধ্যে থেকেও ত্যাগ-তিতিক্ষায়, নিরাসক্ত ও সংযমী জীবন-যাপন করে ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন থাকা যায়।

সন্ন্যাসব্রতী জীবন ঐশরিক আনন্দের জীবনাহ্বান : সন্ন্যাসব্রতী জীবন হচ্ছে ঐশরিক আনন্দে পরিপূর্ণ একটি জীবন। যেখাতে খ্রিস্টেতে নিবেদিত হবে খ্রিস্টের সাথে আধ্যাত্মিক ভাবে মিলনবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে খ্রিস্টের এক দেহ হয়ে ঐশরিক আনন্দ লাভ করে। যেখানে নিহিত আছে পবিত্রতার আনন্দ, আত্মোৎসর্গের আনন্দ, নিঃস্বতার আনন্দ এবং চরম বাধ্যতার আনন্দ। তারা সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে পায় আনন্দ, সহভাগিতায় পায় আনন্দ এবং সবাইকে ভালবাসার আনন্দ। তাই সন্ন্যাসব্রতীরা যে কোন সময়, যে কোন পরিস্থিতি, যে কোন কাজে আত্মোৎসর্গ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। সন্ন্যাসব্রতীদের সর্বদা আনন্দে থাকতে হবে। সন্ন্যাসব্রতীদের আনন্দ জগতের পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে। বর্তমান পৃথিবীতে আনন্দের অনেক প্রয়োজন। যে আনন্দ জেগে উঠতে পারে সন্ন্যাসব্রতীদের ব্যক্তিগত ও সংঘবদ্ধ প্রার্থনার মধ্যদিয়ে এবং ক্ষমার মধ্যদিয়ে।

আজকের পৃথিবীর কাছে সন্ন্যাস জীবন মঙ্গলসমাচার স্বরূপঃ আমরা যা কিছু করি তা করি মঙ্গলসমাচারের সেবায় কিন্তু সন্ন্যাসব্রতীরা সেই মঙ্গলসমাচার তার পবিত্র জীবন দিয়ে সবার কাছে তুলে ধরেন। তাই তারা আজকের পৃথিবীর সামনে হয়ে ওঠে মঙ্গলসমাচার। সন্ন্যাসব্রতীদের একটি বিশেষ দিক হচ্ছে তারা আগাম ভবিষ্যৎ দেখতে পারেন এবং সময়ের প্রয়োজনে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রৈরিতিক কাজের জন্য সাড়া দেন। পোপ ফ্রান্সিস বলেন, বর্তমান সময়ে সন্ন্যাসব্রতীদের হতে হবে বিচক্ষণ ও সঙ্গতিপূর্ণ। বর্তমান এ জটিল পরিস্থিতি বিচক্ষণতা ও ধৈর্য্যের সাথে মোকাবেলা করতে হবে তাই প্রয়োজন ঈশ্বরের প্রতি অফুরন্ত বিশ্বাস ও প্রার্থনা। সন্ন্যাসব্রতীতে হৃদয়ে যিশুকে চেনার বিশেষ ক্ষমতা থাকা অনিবার্য। মঙ্গলসমাচারের আনন্দই সন্ন্যাসব্রতীদের হৃদয় ও জীবন পরিপূর্ণ করতে পারে।

সন্ন্যাসব্রতীদের সংঘবদ্ধ জীবনঃ সন্ন্যাস ব্রতীদের সংঘবদ্ধ জীবন এমন একটি সুন্দর জীবন যেখানে তারা ভ্রাতা ও ভগ্নীরূপে একত্রে বাস করে, একে অপরকে ভালো ভাবে জানে, প্রত্যেকে প্রত্যেককে ভালবাসে এবং কেউ মৃত্যুবরণ করলে বিলাপ করে। ইটের স্তূপ যেমন ঘর বানায় না, অনেকগুলো শব্দ একত্রিত করলেই যেমন বাক্য তৈরী হয় না তেমনি শুধু কতগুলো মানুষ একসাথে থাকলেই সংঘবদ্ধ জীবন হয় না। ভালোবাসা ব্যতীত সংঘবদ্ধ জীবনের কোন অস্তিত্ব নেই। Vita Consecrata, No. ৪২ অনুসারে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ জীবন মানে যেখানে পারস্পরিক ভালবাসার আদান-প্রদান হয়। তারা খ্রিস্টকে অনুসরণ করে একে অপরকে ভালবাসে। ভালোবাসা দাবী করে উদারভাবে অন্যদের সেবা করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকা, প্রত্যেকে তাদের মত করেই গ্রহণ করা এবং সত্তর গুণ সাত বার ক্ষমা করার ক্ষমতা। তাই সন্ন্যাসব্রতীদের মধ্যে শর্ত ও স্বার্থহীন ভালবাসাপূর্ণ সম্পর্ক তৈরী করতে হবে। সম্পর্ক বিভিন্ন ধরণের হতে পারে যেমন: ইটের দেয়াল সম্পর্ক, পাখির সম্পর্ক, মৌমাছির সম্পর্ক এবং প্রজাপতির মত সম্পর্ক।

ক) ইটের দেয়াল সম্পর্কঃ একটি ইট যেখানে স্থাপন করা হয়েছে সেখানেই থাকবে। একটি ইট অন্য ইটকে কোন সাড়া দেয় না, কোন প্রতিক্রিয়া করে না। দুটি ইট নিজে থেকে একে অপরের কাছাকাছি আসে না বা একে অপরের থেকে দূরে যায় না। তাদের মধ্যে কোন সহানুভূতি বা বিরোধিতা নেই। একটি ইট যেখানে স্থাপন করা হয়েছে তার উপর নির্ভর করে অন্য একটি কাছাকাছি বা দূরে রয়েছে। দু'টি ইট একে অপরের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, তাদের একটি শূন্য সম্পর্ক রয়েছে। এ ধরণের সম্পর্ক মানুষের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ সম্পর্ক এবং সংঘবদ্ধ জীবনের জন্য একেবারেই কাম্য নয়।

খ) পাখির সম্পর্কঃ একই ধরণের পাখি একসাথে ঝাঁকে ঝাঁকে থাকে। তারা সাধারণত নিজেদের দল থেকে অন্যদের আলাদা করে রাখে। তারা এক জোট হয়ে থাকে এবং তাদের মধ্যে অন্য কেউ আসতে পারে না, তারা বন্ধ দলের মত থাকে। যদি এটি একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘটত, তবে প্রকৃত পক্ষে কোন সম্প্রদায় থাকবে না। সম্প্রদায়ের মধ্যে ছোট ছোট সম্প্রদায় থাকবে নিজেদের স্বার্থে ও উদ্দেশে। ফলে সদস্যদের সাধারণ জীবন, ধর্মপ্রচার ও আধ্যাত্মিকতা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

গ) মৌমাছির সম্পর্কঃ মৌমাছিরা একটি খুব বড় দলে বসবাস করে। তাদের জীবন খুবই সুসংগঠিত, সমন্বিত এবং ঐক্যবদ্ধ। যাই হোক এক মৌচাকের মৌমাছির সাথে অন্য মৌচাকের কোন সম্পর্ক নেই। যদি আমরা এক মৌচাকের মাছির সাথে অন্য মৌচাকের মাছিকে একসাথে রাখি তবে দেখবো তারা একে অপরকে মেনে নেয় না। একে অন্যকে প্রত্যাখান করে এবং শুধু প্রত্যাখান নয় বরং তাদের সাথে মারা-মারি এমনকি ধ্বংস করে। এমন সংঘবদ্ধ জীবন কোন ভাবেই কাম্য নয়।

ঘ) প্রজাপতি সম্পর্কঃ প্রজাপ্রতি কেবল সুন্দরই নয় বরং নম্র ও কোমল প্রাণী। তারা ঝাঁকে ঝাঁকে চলাফেরা করে না। তারা ফুল পরিদর্শন করে মধু সংগ্রহ করে, একই সাথে ফুল থেকে ফুলে পরাগ বহন করে। এইভাবে গাছে ফল ধরে এবং উৎপাদনে সহায়তা করে। ফুলের সাথে খুব সুক্ষ্মভাবে মোকাবেলা করে কিন্তু ফুলের কোন ক্ষতি না করে। তারা শুধু ফুল থেকে লাভবান হয় না বরং ফুলের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এটি একটি আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের সুন্দর মডেল। যদি একটি সম্প্রদায়ের সদস্যরা একে অপরের সাথে এভাবে সম্পর্ক তৈরী করে তবে তারা একটি আদর্শ সম্প্রদায় তৈরী করতে পারবে।

পরিশেষে বলতে চাই সন্ন্যাস জীবন শুরু থেকে যে নৈতিকতা, মূল্যবোধ, আদর্শ, শিক্ষা ও মূল উপপাদ্য বিষয় নিয়ে শুরু করেছিল আজও কিন্তু সন্ন্যাস জীবন মূল থেকে বিন্দুমাত্র সরে যায়নি বা সন্ন্যাস জীবনের ব্রতের দাবী পরিবর্তিত হয়নি। তবে সময়ের প্রয়োজনে ব্যবহারিক কার্যকমে কিছু ক্ষেত্রে সময়োপযোগী করা হয়েছে যেন তাদের জীবন আরও উজ্জ্বল ও প্রৈরিতিক কাজের মান আরও বেশি গুণগত হয়। দিনে দিনে সন্ন্যাসব্রতীদের জীবন আরও চ্যালেঞ্জপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তাই সন্ন্যাব্রতীদের জন্য প্রতিদিন প্রার্থনা করতে হবে যে যেন তারা তাদের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারেন। তাদের জীবনে আসা সমস্ত প্রলোভন জয় করে খ্রিস্টকে প্রচার করতে পারে। তাদের ব্রত তাদের ঢাল ও শক্তি হয়ে উঠুক ॥ ❑

ঐশ অনুগ্রহ বহনকারী মহান সাধু আন্তনী

ফাদার দিলীপ এস কস্তা

খ্রিস্টমণ্ডলী কাথলিক। 'কাথলিক' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন আন্তেয়োখ নগরের সাধু ইগ্নাসিউস ১০৭ খ্রিস্টাব্দে। কাথলিক মণ্ডলীর অন্যান্য বৈশিষ্টের মধ্যে সাধু-সাধ্বীদের প্রতি ভক্তি অন্যতম একটি দিক। সাধু-সাধ্বীগণ হলেন ঈশ্বরের প্রীতিভাজন পুণ্যাত্মা যাদের মধ্যদিয়ে ভক্ত বিশ্বাসীগণ ঐশ অনুগ্রহ কৃপারাশি লাভ করেন। কাথলিক মণ্ডলীর আদি যুগ থেকেই সাধু-সাধ্বীদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশের রেওয়াজ গড়ে ওঠে। কাথলিক মণ্ডলীর উপাসনা পঞ্জিকায় প্রায় প্রতিদিনই সাধু-সাধ্বীদের পর্ব, মহাপর্ব বা স্মরণ দিবস রয়েছে। পঞ্জিকার নির্দেশ অনুযায়ী সাধু-সাধ্বীদের পাঠ, মহাপর্ব বা স্মরণ দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। দীক্ষার সময় সাধু-সাধ্বীদের নাম রাখার প্রথাও অনেক পুরোনো। ব্যক্তি জীবনের সাধু-সাধ্বীদের নাম প্রতিপালক-প্রতিপালিকার ভূমিকা রাখে। সাধু-সাধ্বীদের নাম, স্মারক ছবি, চিহ্ন, মূর্তি, প্রতীক, রোলিক, ব্যবহার্য জিনিসপত্র, প্রার্থনা-গান, কথা, ইত্যাদি ভক্ত বিশ্বাসী মানুষ যত্ন ও ভক্তির সাথে রক্ষা করে। দ্বিতীয় নিসিয়া (৭৮৭) মহাসভায় সাধু-সাধ্বীদের ছবি, স্মারক, চিহ্ন ও মূর্তির মাধ্যমে ভক্তি প্রদর্শন তথা সংরক্ষণের অনুমতি দিয়েছে। কাথলিক মণ্ডলীতে ভক্তি প্রদর্শন তথা ব্যক্তিগত প্রার্থনা, মানত ও উদ্দেশ্য দানের অন্যতম পথ ও পাথেয় হলো সাধু-সাধ্বী ও মা-মারীয়া। বিভিন্ন ঘটনা কাহিনী ও আশ্চর্য কাজ ও দর্শনদানের মাধ্যমে সাধু-সাধ্বীগণ ব্যক্তি মানুষের জীবনে ভক্তির স্থান দখল করে রেখেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্যক সাধু-সাধ্বীদের তীর্থস্থান রয়েছে। ভক্ত বিশ্বাসীদের ভক্তি, প্রার্থনা, মানত ও উদ্দেশ্য দেবার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও ঐশ অনুগ্রহ ও নিরাময় লাভের অসংখ্য ঘটনা বা উদাহরণও রয়েছে।

কাথলিক মণ্ডলীর অসংখ্য সাধু-সাধ্বীদের মধ্যে সাধু অন্তনী নিত্য স্মরণীয়, পূজনীয় ও বরণীয় এক সাধু। 'আন্তনী' শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'ক্ষুদ্র ফুল'। মণ্ডলীতে তিনি অল্প সময়ের জন্য ফুটন্ত এক ফুল যার সৌরভে সবাই আকৃষ্ট। আন্তনী পর্তুগালের লিসবন শহরের এক সম্ভ্রান্ত শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পরিবারের প্রথম সন্তান এবং তার দীক্ষার নাম ফার্দিনান্দ। তার জন্ম ১৫ আগস্ট ১১৯৫ খ্রিস্টাব্দে লিসবনে এবং তাঁর মৃত্যু ১৩ জুন ১২৩২ খ্রিস্টাব্দে। মাত্র ৩৬ বছরের পার্থিব জীবনে ঈশ্বর তার ধার্মিকতা ও নম্রতার গুণে অসংখ্যবার আশ্চর্য কাজ করেছেন। খ্রিস্টমণ্ডলী তাকে মৃত্যুর এক বছর পর সাধু শ্রেণিতে মর্যাদা দান করে। সাধু শ্রেণিতে ঘোষণা দেবার এই মহতী উৎসবে তার মা তেরেজা পাইস

তাভেইরা উপস্থিত ছিলেন। সাধু আন্তনীকে ধার্মিকতা তথা মা-মারীয়ার প্রতি বিশেষ ভক্তি করতে শিখিয়েছিলেন তার মা।

সাধু আন্তনী প্রথম আগষ্টিনিয়ান ধর্মসংঘের সন্ন্যাসী হিসাবে ব্রত নিয়ে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। সন্ন্যাসী হবার পর তাঁকে আশ্রমের খাদ্য দপ্তরে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ১২১৯ খ্রিস্টাব্দে এক ফ্রান্সিসকান সন্ন্যাসীকে অতিথি হিসাবে সেবা দেবার পর তিনি ফ্রান্সিসকান সংঘে যোগদান করেন। তার মনের একান্ত ইচ্ছা ও প্রার্থনা ছিল মিশনারী হয়ে বাণী প্রচার করা ও শহীদ মৃত্যু বরণ করা। ফ্রান্সিসকান সংঘে যোগদানের পর তাকে মরক্কোতে পাঠানো হয়েছিল। শারীরিক অসুবিধার কারণে তিনি দক্ষিণ ইতালি হয়ে উত্তর ইতালির পাদুয়ার আশ্রমে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিলেন। শিশুযিশুর প্রতি ছিল তার অগাধ ভক্তি বিশ্বাস। ধ্যানলব্ধ অবস্থায় শিশুযিশু আন্তনীর কোলে এসে তাকে দর্শন দিয়েছিলেন। সাধু আন্তনীর কোলে বাইবেলের উপর বসা শিশুযিশুর দৃশ্যটি আজো বিদ্যমান এবং আন্তনীর মূর্তিতে তা শোভা পায়। সাধু আন্তনী 'সর্বজনীন মণ্ডলীর প্রতিপালক' হিসাবে আখ্যায়িত। তাঁর ধর্মভাষণ ও আশ্চর্য কাজ ও ধার্মিকতার গুণে ইতালী এবং পর্তুগালের প্রতিপালক হিসাবে সম্মানিত করা হয়। ইতালির পাদুয়া অঞ্চলে তাকে শুধু 'সাধু' নামে ডাকা হয়। তার মৃত্যুর পর শিশুরা দৌড়াতে দৌড়াতে সবাইকে সংবাদ দিয়ে বলেছিল "সাধুটি মারা গেছেন, সন্ন্যাসী আন্তনী মারা গেছেন"। সাধু আন্তনী আশ্চর্য কাজের সাধু হিসেবে পরিগণিত, তিনি মৃত্যুকে জীবন দান, হারানো জিনিস ফিরে পাওয়া, মাছের সাথে কথা বলা, সুস্থ করে তোলা, রোগ থেকে নিরাময় করে তোলাসহ অনেক আশ্চর্য কাজ করেছেন। খুব সম্ভবত তার মধ্যদিয়ে সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য কাজ সাধিত হয়েছে এবং তার মধ্যদিয়ে দান-খয়রাত, প্রার্থনা-মানত করার মাধ্যমে অনেক অনেক আশ্চর্য কাজ হচ্ছে। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই সাধু আন্তনীর প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস রয়েছে। সাধু আন্তনীর নামে অসংখ্য ধর্মপল্লী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আশ্রম কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। ১৩ জুন সাধু আন্তনীর মৃত্যু দিবসে তার পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়।

ঢাকার ভাওয়াল অঞ্চলে খ্রিস্টবাণী প্রচার হবার নেপথ্যে সাধু আন্তনীর বিশেষ অনুগ্রহ ও আশ্চর্য কাজ রয়েছে। বাংলাদেশে খ্রিস্টের বাণী বীজ রোপিত হয়েছে ৫০০ বছর আগে। পর্তুগীজ মিশনারীগণ প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যাপক ভূমিকা রাখে খ্রিস্টের বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে। বিশেষভাবে ভাওয়াল, আঠারোগ্রাম, পাদ্রীশিবপুর, নোয়াখালী, দিয়াংসহ আরো কয়েকটি স্থানে পর্তুগীজদের দ্বারা বাণী প্রচারিত হয় এবং ধর্মপল্লীও প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাওয়াল অঞ্চলে দোম আন্তনিও (১৬৪৩-১৬৯৫) কর্তৃক প্রায় ২৫-৩০ হাজার মানুষ খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা লাভ করেছিল। দোম আন্তনিও ছিলেন ভূষণার হিন্দু রাজপুত্র। তিনি মগ জলদস্যু কর্তৃক বন্দি হন এবং পর্তুগীজ পাদ্রি মানোত্রল দো রোজারিও'র নিকট বিক্রি করা হয়। দোম আন্তনিও বেটে, খাটো ও কৃষ্ণ বর্ণের মানুষ ছিলেন। তবে তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মেধার অধিকারী ছিলেন। ২৩ বছর বয়সে পর্তুগীজ ফাদার মানোত্রল দোম আন্তনিওকে দীক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি রাজী ছিলেন না। পরে রাত্রিতে তিনি সাধু আন্তনীর দর্শন লাভ করেন এবং সাধু আন্তনীর অনুপ্রেরণায় খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন ও সকল কষ্ট-যন্ত্রণা সহ্য করে ভাওয়াল অঞ্চলে দরিদ্র-অসহায় মানুষের মাঝে খ্রিস্টবাণী প্রচার করেন। সাধু আন্তনীর মূর্তি নাগরী থেকে পানজোরায় স্থানান্তরিত হবার কারণে পরবর্তীতে পানজোরা গির্জা নির্মাণ করা হয় যা আজো বিদ্যমান। নাগরী তথা গোটা এলাকাবাসীদের নিকট সাধু আন্তনী এক অতি প্রিয় সাধু যার মধ্যদিয়ে অনেক ভক্ত বিশ্বাসী

উপকৃত হয়েছে। পানজোরা এখন সারা দেশের মধ্যে অন্যতম তীর্থস্থান যেখানে গোটা বাংলাদেশের আন্তনী ভক্ত মানুষ বাৎসরিক তীর্থ উৎসবের শরীক হয়। সাধু আন্তনীর প্রতি ভক্তি মানত-প্রার্থনা নিবেদনের ভক্ত সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে পানজোরা, বক্সনগর, মহিপাড়া ধর্মপল্লী, ধরেন্ডা ধর্মপল্লীর কমলাপুর গ্রাম, মথুরাপুর ধর্মপল্লীর কাতুলীর গির্জাসহ অনেক স্থানেই সাধু আন্তনীর তীর্থস্থান গড়ে উঠেছে। সাধু আন্তনীর প্রতি ভক্তি-মানতের দ্বারা অসংখ্য ভক্তবিশ্বাসী উপকৃত হয়ে থাকেন। এছাড়া সাধু আন্তনীর জীবনকে কেন্দ্র করে সাধু আন্তনীর পালাগান রয়েছে যা ভাওয়াল ও ভাওয়াল অধ্যুষিত খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের নিকট অতি জনপ্রিয় পালাগান। ভক্তবিশ্বাসীগণ বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাবার লক্ষ্যে অনেকেই মানত করে থাকে। সাধু আন্তনীর জীবনের কয়েকটি দিক।

- সাধু আন্তনী 'সর্বজনীন মণ্ডলীর প্রতিপালক', বিশেষ ভাবে তিনি ইতালি, ফ্রান্স ও পর্তুগালের প্রতিপালক সাধু হিসেবে পূজিত ও বরণীয়।
- সাধু আন্তনীর মধ্যদিয়ে সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য কাজ সাধিত হয়েছে এবং যারা বিশ্বাসী অন্তর নিয়ে তার নিকট প্রার্থনা-মানত করে তারা তা সুফল লাভ করে।
- সাধু-সাধ্বীদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে জনপ্রিয় সাধু তার নামে অনেক তীর্থস্থান ও গির্জা-মন্দির রয়েছে।
- দীক্ষিত-অদীক্ষিত সকল ভক্ত সাধু আন্তনীর অনুগ্রহ, কৃপা, আশীর্বাদ লাভ করে।
- ভাওয়াল ও ভাওয়াল অধ্যুষিত খ্রিস্টভক্ত সাধু আন্তনীর ভক্ত এবং বেশীর ভাগ পরিবারেই একবার না একবার সাধু আন্তনী পালাগানের আয়োজন করেছে।
- ব্যক্তি মানুষের নাম আন্তনী বা আন্তনিয়া রয়েছে। বিশেষ অনুগ্রহ ও কৃপার কারণে অনেকেই তাদের সন্তানদের আন্তনী বা আন্তনিয়া রাখেন।
- সাধু আন্তনীর তীর্থস্থানগুলিতে দিন দিন ভক্তি বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাধু আন্তনীর নামে আয়োজিত উৎসবে ভক্ত-বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা কখনো কম হয় না।
- "সাধু আন্তনীর পালাগান" খ্রিস্টীয় লোকভক্তি ও বিশ্বাসের অন্যতম একটি দিক। অন্য দিকে 'আন্তনী ভক্ত' সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে তবে 'পালাগানের দলের' সংখ্যা কমে আসছে। এই বিষয়ে ভক্ত -বিশ্বাসীদের সচেতন হতে হবে।
- সাধু আন্তনীর প্রতি ভক্তি অনুপাতে বাংলাদেশে সাধু আন্তনীর নামে যথেষ্ট ধর্মপল্লী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান নেই। খ্রিস্টীয় লোক বিশ্বাস টিকে থাকে তীর্থ উৎসব, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান নির্মাণসহ নানাবিধ বাহ্যিক চিহ্ন ও স্থাপনার মাধ্যমে।
- পারিবারিক জীবন, গৃহ নির্মাণ ও নানাবিধ ধর্মীয় কার্যক্রমে সাধু আন্তনীর মূর্তি, ছবি, প্রতীক, মূরাল ইত্যাদির মধ্যদিয়ে সাধু আন্তনী আমাদের হৃদয়ে বাহ্যিক চিহ্নে জীবন্ত হয়ে থাকুক।

সাধু আন্তনীর মধ্যদিয়ে নভেনা, প্রার্থনা, মানত-ভক্তির মাধ্যমে বিশ্বলোক শান্তি বিরাজ করুক। কাথলিক মণ্ডলীর ঐহিত্যের বাস্তবায়ন ঘটে সাধু-সাধ্বীদের প্রতি প্রদর্শনের মাধ্যমে। মহান সাধু আন্তনীর মাধ্যমে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে অনেকেই উপকৃত হয়েছে। তাই আমাদের প্রতিদিনের চাওয়া-পাওয়া, ভক্তি-ভালবাসা সাধু আন্তনীর অনুগ্রহ আশীর্বাদ ও কৃপায় হৃদয় মন ভরে উঠুক। আমাদের বিশ্বাস ও খ্রিস্টাদর্শ অনুকরণের মধ্যদিয়ে প্রত্যেকের হৃদয় প্রশান্তিতে পূর্ণ হোক॥

YWCA

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

কুমিল্লা ওয়াইডাব্লিউসিএ'র অফিস এবং জুনিয়র গার্লস্ হাইস্কুলে নিম্নলিখিত পদে আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে:

পদের নাম	পদ	শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা
সহকারী প্রধান শিক্ষক (প্রাইমারী শাখা)	১ টি	• যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সম্মানসহ মাষ্টার্স ডিগ্রী ও বিএড থাকতে হবে। • বয়স ৩০-৪০ বছর। • শিক্ষকতায় ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। • কম্পিউটার দক্ষতা (MS word, Excel, Power Point, Internet), দলগত কাজের দক্ষতা, পরিচালনার দক্ষতা • নারী প্রার্থী আবশ্যক।
সহকারী শিক্ষক (মাধ্যমিক শাখা)	বাংলা-১টি আইসিটি- ১টি	• যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সম্মানসহ মাষ্টার্স ডিগ্রী ও বিএড থাকতে হবে। • বয়স ৩০-৪০ বছর। • শিক্ষকতায় ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। • কম্পিউটার দক্ষতা (MS word, Excel, Power Point, Internet), দলগত কাজের দক্ষতা, পরিচালনার দক্ষতা। • নারী ও প্রশাসনিক কাজে অভিজ্ঞ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
অফিস সহকারী	১ টি	• যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রী হতে হবে। • MS word, Excel, Power Point, Internet জানতে হবে। যে কোন প্রতিষ্ঠানে সেচ্ছাসেবকের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। • নারী ও মনিটরিং কাজে অভিজ্ঞ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

প্রয়োজনীয় তথ্যাদি :

১. প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে এক কপি জীবন বৃত্তান্ত ও সম্প্রতি তোলা ১ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি প্রদান করতে হবে।
২. সত্যায়িত সকল সনদপত্র ও জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে ।
৩. বেতন /ভাতাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী ও আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে ।
৪. উক্ত পদে আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন পত্র আগামী **২০ জুন ২০২২** খ্রিস্টাব্দের মধ্যে **সাধারণ সম্পাদিকা, কুমিল্লা ওয়াইডাব্লিউসিএ, বাদুরতলা, কুমিল্লা** এই ঠিকানায় প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বিঃ দ্রঃ ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রার্থীর অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে ।

বিজ্ঞ/১৫৫/২২

আরেক পৃথিবী

ছনি মজেছ

যখন আমি ছোট্টটি ছিলাম যখন একটু-আধটু করে সবে আমার চারপাশটাকে বুঝতে শুরু করলাম; স্মৃতির তলানি থেকে একটু একটু করে সেসময়ের বিস্ময়কর ভালোলাগার মুহূর্তগুলো যেন জলের তলা থেকে বুদ বুদ আকারে বেড়িয়ে আসতে চাইছে! আজ আর বাধা দেবনা, দিয়েই বা কি হবে? মরে গেলেতো স্মৃতিগুলোরও সমাধী হয়ে যাবে। তাই কলমের আঁচড়ে পুরোনো দিনের কথাগুলো কাগজের বুকে যতটুকু গেঁথে রাখা যায় ততটাই রক্ষা পাবে; অন্যথায় কালের আবর্তে আমার অন্তিম সময়ের সাথে সাথে সব হারিয়েই যাবে।

আমার ঠাকুরদাদার সাথে তেমন কোনো সুখকর স্মৃতি আমার মনে পড়েনা ; যতটুকু মনে পড়ে শেষ বয়সে তিনি কিছুটা উন্মাদের মতই হয়ে গিয়েছিলেন। ওনার একটা লাঠি ছিলো যা তার খুবই প্রিয়, আর আমার নজরটাও সেটার উপরই থাকতো বরাবর যতবার সেই লাঠির উপর অধিকার খাটানোর চেষ্টা করেছি ততবারই তার মূর্তিমান পুরস্কার পেয়েছি। তবে শেষের পুরস্কারটা বেশ আটঘাট বেধেই আমাকে দিলেন সেবার যখনই তার প্রাণের লাঠিতে হাত দিলাম অমনি এক হেচ্‌কাটানে লাঠিটা ছিনিয়ে নিয়ে আমার নাকের উপর সপাটে বসিয়ে দিলেন; সেই থেকে আমার নাকের ভেতরের একটা অংশ আজও বাঁকা অবস্থাতেই আছে। তা বন্ধুরা, বুঝতেই পারছেন যে আমার ঠাকুরদার সাথে আমার শৈশবের তেমন কোন প্রেমময় বন্ধুত্ব কখনোই ঠিক জমে উঠেনি।

তবে হ্যা, এইখানটাতে খেলাটা ঠিক না জমলেও পাশের বাড়ির এক ঠাকুরদার সাথে আমার বন্ধুত্বের রসায়ণটা বেশ রঙ্গিনই ছিলো বলতে পারেন দাদা-নাতির যে মধুর সম্পর্ক সেটা ঘটেছিলো তার সাথে; খুব ভালোলাগা আর ভালবাসায় শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি তাকে। আমার প্রথম বন্ধুত্ব বাড়ির বাইরের জগতের, প্রিয় "বলাই দাদা" আসল নামটা আমি আজও জানিনা। ঠকুরদার যে নির্মল আদর সেটা তার কাছ থেকেই পেয়েছিলাম; আর তাইতো সকালটা তার কাছ থেকে শুরু আর সন্ধ্যের শেষ সময়টাতেও বলাই দাদা না হলে আমি অপূর্ণই থাকতাম। বলাই দাদার বাড়িটা গ্রামের উত্তর প্রান্তে, মানে গ্রামে প্রবেশের শুরুতেই; আমরা যে মাটির ঘরটাতে থাকতাম তার থেকে দুটো বাড়ি পেরুলেই আমাদের প্রিয় বলাই দাদার আস্তানা। হ্যাঁ আস্তানাই বলতে হবে কারণ আমার সাথে আমার কাকাত-জ্যাঠাত বাই-বোনেরা সেখানেই তাদের ঘাঁটি গড়েছিলো, সেটাই ছিলো বাড়ির বাইরে নির্ভরযোগ্য এবং একমাত্র খেলার দুর্গ একমাত্র বিচরণ ভূমি।

বলাই দাদা হুকো টানতেন, সামনে থাকতো মাটির মালশা/পাতিল... তাতে ছাইচাপা কয়লার আগুন সংরক্ষিত থাকতো সবসময়: দাদা বেশ তাতিয়ে তাতিয়ে সেই মালশার আগুনের উষ্ণতা নিতেন সারাদিনে যতবার সুযোগ পেতেন। আমরাও বেশ উৎসুক থাকতাম তার শৈল্পিক নড়া-চড়াগুলো দেখতে, কেমন করে হুকোর কলকিতে তামাক ঠুষে দিতেন, কিভাবে লোহার চিমটের ডগায় নিভু নিভু জলন্ত কয়লা ধরে কলকের ঠিক মাঝখানটাতে বসিয়ে দিতেন, আবার চিমটের মাথাটাকে মালশার মধ্যে গুজে দিয়ে কয়লার আগুনটা খুঁচিয়ে ঠিক উস্কে দিতেন তার পর টানে টানে হুকোর পেটের ভেতরকার গুরুগম্ভির আলোড়ন, কলকের উপড়ে থাকা নিভু নিভু কয়লাটা তখন কমলা রংয়ের আলো নিয়ে জ্বলে উঠতো প্রতি টানে টানে । অবাক চোখে বলাই দাদার প্রতিদিনের বিস্ময়কর এই সকল কর্মযজ্ঞ মনোযোগ দিয়ে দেখতাম, আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এই যে, একই কর্মকাণ্ড হলেও প্রতিবারই নতুন নতুন পুলক জাগতো মনে। আরও মজা পেতাম দাদার চুপশে যাওয়া গালের সামনে শুকনো ঠোঁটের কোনা দিয়ে বেরিয়ে আসতো সেই যাদুকরী ধোঁয়া বাহ! সেই ধোঁয়া থেকে শুধু তামাকের কটু গন্ধ নয় কোন এক অজানা রহস্যের গন্ধ পেতাম, কোথায় যেনো হারিয়েই যেতাম!

আরেকটা কারণ অবশ্য আছে, দাদা নাতির এই বন্ধনের পেছনে আরো কিছু উপাদান আছে, দাদা ছিলেন বিপত্নীক - তিন কাকা আর এক পিশি মানে তার ছেলে-মেয়ে। ছোট কাকার জন্মের কিছুদিন পরেই ঠাকুরমা এ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেন। সেই থেকে বলাই দাদা একাই সব সামলাতেন। রোজ সকালে গরুবাছুর সামলে নিজেই বাড়ির সবার জন্য রুটি বানাতে বসতেন, আমার এখনও মনে পড়ে সেই ঐতিহ্যবাহী রুটির কথা। তখন হয়তো বুঝতামনা কিন্তু এখন বেশ মিলিয়ে নিতে পারি যে, রুটিগুলো কখনোই গোল গোল দেখতে হতোনা, কেমন যেন বাঁকা-তেড়া হয়ে যেতো। অনেকটা হয়তো শ্রীলংকা, কিছুটা অষ্ট্রেলিয়া, ঠিক যেন মানচিত্র বানিয়ে ফেলতেন। আর এর মধ্য থেকে আমার জন্য একটা বরাদ্দ থাকতই কারণ সকালটা যে তার দুয়ার থেকেই শুরু হতো। দুপুর আর বিকেল বেলাতেও আবার একযোগে হানা চলতো সেই দুর্গে, গুপ্তধনের সন্ধানে চলতো সেই অভিযান। মাটির মালশার মাঝে যে ছাই-চাপা আগুন জ্বলত সেখানেই লোহার চিমটে দিয়ে চলতো আমাদের খনন কাজ, বেশিরভাগ সময়ই বেড়িয়ে আসতো ঝলশানো শালুক, কখনও কখনও আলু আর বেলের মৌসুমে পোড়া বেল ; তখনকার সময় এসবই ছিলো উপাদেয় ও মুখরোচক খাদ্য। আমি চোখ বন্ধ করে এখনও যখন শৈশবে ফিরে তাকাই, নিঃশ্বাস টানলে বলাই দাদার সাম্রাজ্যের সেই গন্ধগুলো আমার মনকে ছুঁয়ে যায়।

আরো একজনের কথা না বললে হয়ত পক্ষপাতিত্ব করা হয়ে যাবে। বন্ধু আরেকজন ছিলেন 'কেরানী দাদা' তিনিও আমার আরেক ঠাকুরদাদা, তিনি ছিলেন গ্রামের সর্ব দক্ষিণের শেষ প্রান্তে; শৈশবের আরেকটা ঘাঁটি ছিলো ছাইতান গ্রামের দক্ষিণ পাড়া। কেরানী দাদার বাড়িটাও ছিলো আমার আরেক পৃথিবী আরেক বিস্ময়কর জগত। যতবার আমি সেখানে ঢু-দিতাম ততবারই সেখান থেকে নতুন নতুন আবিষ্কার নিয়ে ফিরে আসতাম। এই সফলতার, অর্জনের গল্পগুলো যখন মাকে বলতাম মা মিষ্টি হেসে অবাক হবার ভান করে সমস্তটা শুনতেন কিন্তু কিছু বলতেন না; আর সেই হাসিটাই বার বার আমাকে রাঙ্গিয়ে দিতো; পরের দিনের নতুন উৎসাহ জাগাত প্রাণে। কখনও কখনও কাউকে কিছু না বলে একাই চলে যেতাম আমার পৃথিবীর শেষ প্রান্তে, 'দক্ষিণ পাড়ায়' গ্রামের সিমানার শেষে বর্ষার জলরাশী পাড়ের যেখানটাতে ঠেকেছে ঠিক সেখানটায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখতাম দূরে সেই দূরে একটা সবুজ রেখা যেখানে আকাশটা মেঘ সমেত ঠেকেছে মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগত, আকাশটা কিভাবে মিশে গেছে ঐ দূরের সবুজ রেখার সাথে? মেঘের মাঝে কি সত্যি সত্যি ঠাকুরমার গল্পের সেই রাক্ষসগুলো লুকিয়ে আছে? আমি কি যেতে পারবো সেখানে? তুমি কি নিজের চোখে দেখেছিলে সেসব দানবদের? কেরানী দাদুকে এমনি নানা প্রশ্ন করে যেতাম অনর্গল নানা অজানা রহস্য উন্মোচনের অক্লান্ত প্রয়াশ চলত, উত্তর কখনও পাইনি পাওয়ার চিন্তাও করতাম না রহস্য যেন আরো ঘনিভূত হতো। আবার কখনও কখনও আকাশে ডানা মেলে ভেসে বেড়ানো গোল হয়ে চক্কর কাটা চিলগুলো ডেকে উঠত "টি হি হি" তখন আমার বুকের ভেতরটা আচমকাই চমকে যেতো, মনে হতো যেন 'মা' আমায়

ডাকছে, আবার দে ছুট এক ছুটে বাড়িতে মা'র সামনে তার পর অনেক কথা অনেক অনুভূতি অনেক আদর অজানা রহস্য আরো কতো কি!! এখানে বলে রাখছি, কেরানী দাদুর আসল নামটা ছিলো 'যোসেফ'।

হাটের দিনে বলাই দাদার হাত ধরে এই চেনা চেনা জগতটা ছেড়ে আরেকটা পৃথিবীতে যেতাম, 'নাগরী বাজরের হাট'। অবাক চোখে বাজারের ভিতর অনেক মানুষ অনেক পশরা সাজানো অনেক কেনা-বেচা অনেক কথার গুঞ্জন-কোলাহল; সব ছাপিয়ে যখন নাকের রন্ধ্রে সুস্বাদু ভাজা-পোড়ার গন্ধটা আমন্ত্রণ জানিয়ে যেত, তখনই দাদার হাতটা চেপে ধরে দাঁড়িয়ে যেতাম। চোখ দুটো তখন খুঁজে ফিরতো সেই লোভনীয় সুগন্ধ তৈরীর উৎসের সন্ধানে হ্যা, ঠিক পেয়ে যেতাম। বলাই দাদার কাছে খুব সামান্যই পয়সা থাকত, তাই বড় কোনো আশা পূরণ হতোনা চোখের সামনে জিলিপি, নিমকি, মুড়লি, পিয়াজু/ফুলুরি, বাদাম, গুড়ের তৈরী গাট্টা, মনেট্টা আরো কতো কি লোভনীয় খাবার। কিন্তু সব ছেড়ে দাদা আমাকে নিয়ে যেতেন 'অবলের চায়ের দোকানে'। তিনি চার আনার (২৫ পয়সা) চা পান করতেন আর আমার হাতেও ধরিয়ে দিতেন চার আনা দামের একটা ফুলকো ডালপুরি। আহ্! আজও সেই অমৃত স্বাদ আমার জিহ্বায় সড়-গড় করে দেয়। ফেরার পথে কিছুটা সন্ধ্যে হয়ে যেত, রাস্তার পাশে বর্ষার জলে ভেসে থাকা সারি সারি বেদে নৌকাগুলো বাঁধা দেখতে পেতাম, তাতে মিটি মিটি কেরোসিনের আলো জ্বলছে। অবাক হয়ে দেখতাম তাদের জলের উপর ভেসে থাকা নিয়মিত জীবন; কোথা থেকে আসে তারা আবার পরের দিন কোথাইবা চলে যায়, আবার ঠিক ঘাট চিনে নিয়ে এখানেই ফিরে আসে?

আমার দক্ষিণ প্রান্তের পৃথিবীটা সব সময় নতুন নতুন এ্যাডভেঞ্চারে বা রহস্যময়তায় পূর্ণ থাকতো। কখনও কখনও সেখানে একা যেতে ভয়ও হত, রাস্তার দু'ধারে বাঁশবাগান কেমন হীম হীম নিরবতায় পাতার ফিস ফিস শব্দ, এরই ভেতর দিয়ে রাস্তা ; ভয় কাটাতে, হাতে একটা বাঁশের কঞ্চি বা লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে পরতাম। কল্পনায় নিজেকে ঠাকুরমার গল্পের রাজকুমার বানিয়ে, হাতের কঞ্চিটাকে শক্ত করে তলোয়ারের ভঙ্গিতে ধরতাম। গ্রামের যাত্রা পালায় দেখেছিলাম কিভাবে আমার স্বপন কাকা তলোয়ার ধরেছিলেন ঠিক সেভাবেই! বাঁশবাগানের রাক্ষসগুলো বেরোনোর আগেই আমাকে যেতে হবে নিজের পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্তে, তাই ঠিক তলোয়ারের মত করে কঞ্চিটাকে ধরে রাস্তার পাশে থাকা কচু গাছগুলোর উপড় চড়াও হতাম; ভাবতাম এতেই ওরা ভয় পেয়ে গেছে আর দেরি নয়, কোনো পেছন ফেরা নয় শুধু দৌড় আর দৌড় এক ছুটে পৌঁছে যেতাম 'কেরানী দাদার' বাড়ি। বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে আগে বড় বড় দম ফেলতাম আর যুদ্ধ জয়ের আনন্দে বেশ পুলক বোধ হতো তার পর ধাতস্ত হয়ে আস্তে করে উঠোনের কোনটাতে দাঁড়াতাম! যোসেফ দাদা এলাকার প্রতিষ্ঠিত-স্বনামধন্য সেন্ট নিকোলাস হাইস্কুলে কেরানির চাকুরী করেন তাই তিনি আমার প্রিয় কেরানী দাদা। বারান্দার ভেতর থেকে ডেকে বলতেন "কিরে আইছস মায়রে কইয়া আইছস-ত"? ঠাকুরমা একগার্ল হেসে রান্নাঘর থেকে বেড়িয়ে আসতেন।

পড়া-শোনা মোটেই ভল লাগত না- স্কুলে বোকার মত বসে বসে এক-দুই গোনা, সবার সাথে গলা মিলিয়ে অ আ ক খ কখনোই আমার কাছে মধুময় ছিলো না। শত হলেও আমার প্রথম পাঠশালা কি করে ভুলে যাই! পাশের তিরিয়া গ্রামের, খুব সম্ভবত মি. আলেকের বাড়িতে; তবে ভালো লাগত পাঠশালায় যাওয়া আর আসার পথে কেননা এ সময়টাতে খেলার আর দুষ্টুমী করার অনেক উপাদান বা রসদ চারপাশেই থাকতো; তখন আমায় আর পায় কে এ যেন আমার রাজত্ব। ঝোপ-ঝাড়, বন-বাদারি, মাঠ, ফুল, পাখি বিলের শেষ সিমানা অবধি শাপলা অনেক দূরে ভেসে চলা পালতোলা নৌক এ সবই ছিলো আমার সাম্রাজ্যের সম্পদ আমার নিজের রাজত্ব।

কোনো এক সকালে ঘুম থেকে উঠতেই চাচ্ছিলাম না, কিন্তু মায়ের আদর মাখা বকুনিতে অগ্যতা উঠতেই হলো। মা খুব যত্ন করে আমার হাত-মুখ ধুইয়ে, জামা-কাপড় পড়ালো, কি খাইয়েছিলো ঠিক মনে পড়ছেনা; কেমন যেন তাড়া দিচ্ছিলো আমাদের সবাইকে। উঠোনে আমার নিজের ঠাকুরমা দাঁড়িয়ে আছে চোখে-মুখে কেমন কাঁদো কাঁদো ভাব, কিছু বলছে না; 'মা' সবার সাথে বিদায় নিয়ে বাড়ির কাজগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন অন্যদের। তার পর একসময় আমার হাত ধরে নিয়ে চললেন আমি মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে "মা! আমরা কই যাইতাসি?" মা মিষ্টি হেসে উত্তরে বল্লেন "শহরে"; কিভাবে যাব জানতে চাইলে - মা বাড়ির পূর্ব পাশের ঘাটে বাধা একটা 'গয়না নৌকা' দেখালেন। মার কাছে আবার জানতে চাইলাম" মা! শহরডা কুন দিকে?" মা হাতে ইঙ্গিত করে দেখালেন দক্ষিণের আরো দক্ষিণে যেখানে সবুজ রেখাগুলো আকাশের শেষ সীমানায় গিয়ে মিশে গেছে; আমার সেই রাক্ষশ রাজ্যের দিকে। কেউ একজন কোলে তুলে আমায় নৌকায় তুলে দিলো, এক অজানা শিহরণ খেলে গেলো গোটা শরীরে বেশ কিছুক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই অজানা রাজ্যটাকে দেখতে থাকলাম নৌকাটা ধীরে ধীরে সেদিকেই এগিয়ে চলছে ঘাড় ঘুড়িয়ে পেছন ফিরে যখন তাকালাম, তখনও বাড়ির ঘাটে দণ্ডায়মান তেঁতুল গাছের নিচে মাটি ফুঁড়ে বেড়িয়ে পড়া পাশের আম গাছের শিকড়ের উপর আমার নিজের ঠাকুরমা ঠায় দাঁড়িয়ে চোখের কোনে হয়তবা জল ছিলো কিনা জানিনা! তার পাশে দাঁড়ানো কাকিমা, আমার আরো কাকাত-জ্যাঠাত ভাই-বোনেরা; যারা আমার খেলার সাথি সবাই দড়িয়ে আমাদের ভেসে চলা নৌকার দিকে তাকিয়ে আছে! আর আমি নৌকায় ভেসে ভেসে চলছিলাম সামনের নাম না জানা শহরে আমার সেই রাক্ষসপুরির দিকে এক অজানা রহস্যময় আরেক পৃথিবীতে! সামনে আমার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, আর পেছনে আমার স্মৃতিময় শৈশব। ভেসে চলেছি আমি, সেই আকাশ-মাটির সন্ধিস্থলে যেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছে আরেক নতুন পৃথিবী!!

সৃষ্টি সুখের উল্লাসে

যিশু বাউল

কবি কবিতার জন্ম দেয়
আপন ভূবনের চিন্তা-চেতনা
অনুভতি-অনুভব থেকে,
কবিতার চিরন্তন অনুভূতি সৌন্দর্য
সুখ-দুঃখ-কষ্ট বেদনার মাঝে
বেঁচে থাকে হৃদয়ের বসতি ঘরে।

সময়ের ধারাপাতে- কবিরও মৃত্যু হয়
মায়াময় পৃথিবীর বসতি কক্ষ থেকে,
কিন্তু কবিতা বেঁচে স্বপ্ন দেখার তাগিদে
নতুন সৃষ্টির ছন্দগানে, 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে'
ভালবাসার পরশ নিয়ে উদিত সূর্য রাখে।

কবিতার মৃত্যু নেই, কবিতার বিনাশ নেই
চিরন্তন সৌন্দর্যলোকে কবিতা বেঁচে থাকে,
মানুষের সখ্যতা মাঝে,
হৃদয়ের জ্যোৎস্নালোকে।
কবিতা বেঁচে থাকে সন্তুষ্টি আনন্দ গানে
কবিতা বেঁচে থাকে অযুত বছর
মানুষের হৃদয় ভূমিতে
'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে'।

জীবনের গল্প - ১৪

ছানার পানি

খোকন কোড়ায়া

সময়টা ১৯৭৫। বান্দুরা হলিক্রস স্কুল থেকে এসএসসি পরীক্ষা দেবো। কেন্দ্র পড়েছে নবাবগঞ্জে। আমাদের বাড়ি থেকে ছয় মাইল। তখনতো যন্ত্রচালিত কোন যানবাহন ছিলোই না, রিক্সাও ছিলো না, একমাত্র বাহন ছিলো নৌকা। তুইতাল থেকে নৌকায় নবাবগঞ্জ গেলে আড়াই ঘন্টা, পায়ে হেঁটে গেলেও প্রায় তাই। এতটা ধকল নিয়েতো আর পরীক্ষা দেয়া যায় না। তাই আমরা তুইতালের তিন পরীক্ষার্থী নবাবগঞ্জের পাশে কলাকোপা গ্রামে একটি ঘর ভাড়া করলাম এক মাসের জন্য। কলাকোপাকে গ্রাম বললাম, তবে ব্রিটিশ আমলে এটা একটা শহরের মতই ছিলো। তখন কলাকোপা ছিলো ব্যবসা বাণিজ্যের একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র। অনেক জমিদার, বনেদি ও বণিক হিন্দুদের বসবাস ছিলো এখানে। এখনো সেই সময়কার সাক্ষ্য বহন করে আছে ধ্বংসপ্রাপ্ত অনেক দালান কোঠা। বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা রাজেন তরফদারের পালঙ্ক ছবিটি দেখলেও সেই সময়ের কলাকোপার কিছু চিত্র পাওয়া যাবে।

আমরা যার ঘর ভাড়া নিলাম তিনি একজন হিন্দু বিধবা মহিলা। বয়স ষাটের কাছাকাছি হবে। ছেলে-মেয়েরা সব পশ্চিমবঙ্গে চলে গেছে কিন্তু তিনি স্বামীর ভিটা এবং নিজের জন্মভূমির মায়ায় একাই পড়ে আছেন চার কামড়ার এ অতি বৃদ্ধ একতলা দালানটি আঁকড়ে। চার কামড়ার মধ্যে দু'কামড়া তিনি ভাড়া দিয়েছেন, মিষ্টির দোকানের কারখানা সেখানে। নিজের জন্য যে দুটি রুম ছিলো, সেখান থেকেও একটি আমাদের ভাড়া দিলেন কিছু বাড়তি আয়ের আশায়। তবে আমাদের তিনি শুধু ঘর ভাড়াই দিলেন না, আমাদের আহারের দায়িত্বও নিলেন।

মাসীমার হাতের রান্না কই মাছের রসা, শিং মাছের ঝোল খেয়ে আমরা পরীক্ষা দিতে যাই, আবার পরীক্ষা দিয়ে এসেও গরম গরম ভাত খাই। যাক, আমাদের পরীক্ষা চলাকালীন থাকা -খাওয়া নিয়ে যে অনিশ্চয়তা আমাদের এবং আমাদের বাবা-মাদের মধ্যে কাজ করছিলো, তা অনেকটাই কেটে গেছে। বলা যায় আমরা নির্বিঘ্নেই পরীক্ষা লিখে যাচ্ছি।

মাসীমা আমাদের যতটা সেবাযত্ন করেন, তার সবটুকু যে টাকার বিনিময়ে নয় সেটা আমরা বেশ বুঝতে পারি। মাসীমার সবকিছুই ভালো তবে তিনি একটু সূচিবায়ুগ্রস্ত ধরণের, একটু বেশি মাত্রায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সেটাও কোন সমস্যা নয়, সমস্যা হল তার একটি অবশ্যমান্য নিয়ম আমাদের পছন্দ নয়। নিয়মটি হল পরিধেয় কাপড় পরে পায়খানায় যাওয়া যাবে না। ঘর থেকে একটু দূরে ধঞ্চের বেড়া আর ছনের চালের পায়খানা ঘর। সেখানে ঢোকার আগে একটি বাঁশে গামছা ঝোলানো থাকে। পায়খানা প্রস্রাব যাই তুমি কর না কেন, ঐ গামছা পড়ে পায়খানা ঘরে ঢুকতে হবে, তারপর নোংরা কাজটি সেরে পরিধেয় কাপড় পরে নিজের ঘরে ঢুকতে হবে। কি আর করা, কষ্ট এবং অস্বস্তি লাগলেও নিয়মটা মেনেই নিয়েছি আমরা।

পরীক্ষা চললেও দিনরাত বই নিয়ে বসে থাকি না আমরা। নতুন জায়গা, আশেপাশে একটু ঘোরাঘুরি করি, বাজারে যাই। আর যাই আমাদের পাশের ঘরে মিষ্টির কারখানায়। সেখানে মিষ্টি বানানো দেখি, আর মিষ্টির কারিগরদের সঙ্গে গল্প করি। লাভও একটু হয়, মাঝে মাঝে দু একটি ফ্রি মিষ্টিও ভাগ্যে জোটে।

কিশোর বয়স থেকেই আমি একটু রোগা-পটকা। গায়ে মাংস লাগানোর জন্য আমার চেষ্টার ত্রুটি নেই। মিষ্টির কারখানার এক কারিগর একদিন আমাকে বললো, তুমি ছানার পানি খাও, তোমার স্বাস্থ্য ভালো হবেই। কয়েকদিন খেলেই তুমি পরিবর্তন বুঝতে পারবে। বললাম, সত্যি হবেতো?

- অবশ্যই হবে। কত মানুষকে আমরা মোটা বানিয়ে দিলাম ছানার পানি খাওয়ায়ে। তাছাড়া তোমারতো কোন খরচ হচ্ছে না, এখান থেকে নিয়ে খাবে। আমরাতো প্রতিদিনই ছানা কাটার পর পানি ফেলে দেই।

দুই গ্লাস খেয়ে নিলাম সেদিনই। কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হলোনা, প্রমাণ মিললো বারো ঘন্টার মধ্যেই। ভোর থেকে শুরু হল পাতলা পায়খানা। আস্তে আস্তে সেটা পরিণত হল পায়খানা অভিমুখে একশ মিটার দৌড়ে। প্রথম দু'একবার গামছা পড়েছিলাম। এরপর আমাকে আর সে সুযোগ দেয়া হয়নি।

মাসীমা ঘুম থেকে উঠে যখন দেখলেন, আমি গামছা না পরেই পায়খানায় ঢুকে যাচ্ছি, আমাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করলেন তিনি। কিন্তু আমিতো তখন সব তিরস্কার, অভিসম্পাতের উর্দ্ধে। তিরস্কারে যখন কাজ হলোনা, মাসীমা তার কপাল চাপড়ে বলতে লাগলেন, রাম রাম, রাম রাম। এদিকে আমিও আমার পেটে থাপ্পর মেরে বলতে লাগলাম, থাম থাম, থাম থাম। আমার সহপাঠীরা বাজারের ঔষধের দোকান থেকে আমার জন্য ঔষধ নিয়ে এলো। অবশেষে ঝড় থামলো পরদিন সকালে। ভাগ্যিস দুই দিন বিরতি ছিলো, নইলে পরীক্ষার যে কি হাল হতো সৃষ্টিকর্তাই জানেন।

জীবনে তেমন কিছুই হতে পারিনি, তারপরও যেটুকু হয়েছি তার পিছনে অনেক মানুষেরই অবদান আছে। তাদের ঋণ কি করে শোধ করি! মাসীমার কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে॥ □

স্বাধীনতা

দিপালী এম গমেজ

শত মায়ের বুক ফাঁটা আর্তনাদ,
স্বামীর ভালবাসায় মাথার সিদুঁর,
মুছে যাওয়া স্ত্রীর
গুমরে ওঠা কান্না
এসবের বিনিময়ে পেয়েছি স্বাধীনতা
ভাবনার সাগরে যখন
খুঁজে ফিরি নিজের পিতৃপরিচয়,
তখন, ভেসে ওঠে আমার মায়ের
অশ্রু সজল মুখখানি।
শুধু, বলেছিল মৃত্যুর পূর্বে
তুই কখনো তোর বাবাকে
খুঁজিস না।
অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম
মায়ের মুখ পানে
মা বলেছিল, মিলিটারীদের শিবিরে
নির্যাতিত এক নারী আমি।
তোকে জন্মদিয়ে সমাজের চোখে
হলাম আমি কলংকিত।
আশ্রমে থেকে বুঝেছি,
মা আমার গর্ব।
চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে
আমি স্বাধীন দেশের সন্তান।
সব কিছুর বিনিময়ে আমরা
পেয়েছি স্বাধীনতা॥

অভিমানী বন্ধু

প্রদীপ সরেন

অভিমানী বন্ধু তুমি
করো অভিমান,
সবার সাথে কথা বললেও
যায় না অভিমান।
অভিমান করতে তোমার বেজাই
ভালো লাগে,
ভালো লাগে তোমায় বন্ধু
লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে।
তুমি আমার প্রিয় বন্ধু
তাই করো অভিমান
তোমার অভিমান ভাঙ্গাতে
আজ তোমার এখানে এলাম,
ভালো থেকো বন্ধু তুমি
সুস্থ থেকো তুমি আমার চলার পথে
আয়না হয়ে থেকো॥

পরিবারের জপমালা প্রার্থনার মাধ্যমে হবে তা বন্ধ

দুলেন্দ্র ডানিয়েল গমেজ

গ্রামটির নাম শান্তিপুর। খুবই সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর একটি গ্রাম। গ্রামটি দেখলেই মনে হবে কোন বিখ্যাত শিল্পী তাঁর তুলির পরশে গ্রামটি এঁকেছেন। এই গ্রামে সুন্দরী একটি মেয়ে বাস করে। মেয়েটির নাম শ্রাবন্তী। শ্রাবন্তী ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। তার বাবা একজন দিনমজুর, মা ঘরে কাজ করেন। তারা তিন ভাই-বোন, বড় শ্রাবন্তী, মেঝো শয়ন এবং ছোট শাওন। এই পাঁচ জনের সংসার শ্যামল বাবু ভালো-ভাবেই পরিচালনা করছিলেন। মা প্রত্যাশা, খুব সুন্দর করে সংসারটি সাজিয়েছেন। শ্রাবন্তী খুবই ভালো মেয়ে। সে প্রতিদিন খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করে এবং পড়াশুনায়ও সে ভাল। শ্রাবন্তীদের পরিবারে সবই আছে শুধু নেই শান্তি। কারণ শ্রাবন্তীর বাবা বেশী ভাল মানুষ ছিলেন না। তিনি বাড়ীতে ফেরার পথে মদ পান করে নেশাগ্রস্থ হয়ে ফিরতেন। বাড়ীতে এসেই তার স্ত্রীকে অনেক জ্বালাতন করতেন। প্রতিদিন শ্যামলবাবু একই কাজ করতেন। তিনি প্রতিদিন ঝগড়া করতেন, খারাপ খারাপ গালি দিতেন এবং মাঝে মধ্যে মারও দিতেন। কিন্তু সবই নীরবে সহ্য করতেন শ্রাবন্তীর মা। এসব দেখে শ্রাবন্তীর খুব খারাপ লাগত। সে প্রতিদিন খ্রিস্টযাগে গিয়ে তার বাবার জন্য প্রার্থনা করে কিন্তু তার বাবার মন পরিবর্তন হয় না। শ্রাবন্তী প্রতিদিন ঠিক সময়ে খ্রিস্টযাগে যায় কিন্তু একদিন সে একটু আগে গির্জায় গেল আর খ্রিস্টযাগে যোগদান করল। সে তার বাবার মন পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনায় মগ্ন হয়ে রইল। কারণ সেটি ছিল অক্টোবর মাসের প্রথম দিন আর এ মাসেই জপমালা রাণী মারীয়ার পর্বপালন করা হয়। এ মাসে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা জপমালা প্রার্থনা করলে অনেক আশ্চর্য ফলও পাওয়া যায়। সেদিন খ্রিস্টযাগে ফাদারও জপমালা প্রার্থনার উপর উপদেশ দিলেন। শ্রাবন্তী খ্রিস্টযাগ শেষ করে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে যায় এবং বাড়ী গিয়ে দেখে বাবা কাজে না গিয়ে মার সাথে ঝগড়া করছেন আর তার মা রান্নাঘরে বসে কাঁদছেন। সে মায়ের কাছে গিয়ে বসে এবং তার মায়ের চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে বলে, মা এটা অক্টোবর মাস, "জপমালা রাণীর মাস"। আমরা যদি প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা সবাই মিলে জপমালা প্রার্থনা করি তাহলে অবশ্যই বাবার মন পরিবর্তন হবে। আজ থেকেই আমরা জপমালার প্রার্থনা করব। সেদিন থেকেই তারা মালার প্রার্থনা শুরু করল। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা তারা সবাই একত্রে জপমালার প্রার্থনা করে। মাস প্রায় শেষ। শ্রাবন্তীর বাবার মনে আমূল পরিবর্তন। সে এখন কারও সাথে ঝগড়া করে না। সে প্রতিদিন পরিবারের সকলের সাথে জপমালা প্রার্থনা করে। বাবার মন পরিবর্তনের সাথে সাথে শ্রাবন্তী কিন্তু জপমালা রাণীকে ভুলে যায়নি। তারা সবসময় জপমালা প্রার্থনা করে চলছে। এই ভাবেই জপমালা প্রার্থনাই হয়ে উঠলো শ্রাবন্তীদের পরিবারের দ্বন্দ্ব, বন্ধ হওয়ার হাতিয়ার॥

ছোট্ট স্বাধীন

যোহন রায়

রাস্তার পাশে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা
ছেলেটার নাম স্বাধীন,
মানুষের নানা অত্যাচার আর অবহেলায়
কেটে যায় ওর দিন।
মানুষের সব অশ্রাব্য কথা
প্রতিনিয়ত তাকে তাড়ায়,
টোকাই বলে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে
কষ্টের গান গায়।
ইচ্ছা থাকলেও স্কুলে পাঠানোর
লোক তো কেউ নাই,
সারাদিনে ভিক্ষা না পেলে
মার দেয় বড় ভাই।
দেখে শুধু মায়া হয় মোদের
করার কিছু নাই,
তাইতো ভদ্র মানুষ মোরা
পাশ কেটে চলে যাই।

তুমি এই ভুবনে মোদের মা মোহিনী

তন্ময় ম্রং

মা, তুমি ভুবণেশ্বরের জননী
মুছে দাও মোদের ক্লান্তি, গ্লাণি,
শুভ্র অন্তর মনে তোমায় প্রণামী করি
প্রার্থনায় মোরা তোমার অন্তর ভরি
তুমি এই ভুবনে মোদের মা মোহিনী।
মা তুমি অশান্তি ক্লান্তি মোদের দূর কর
তোমার কাছে মোদের এই আকুতি
বিপদের সময় মা তুমি অবহেলা করনি
তোমার দুয়ারে দাঁড়িয়ে মোরা প্রণাম করি,
মা, "তুমি তো", মোদের সুখ শান্তি ভরিনী
তুমি এই ভুবনে মোদের মা মোহিনী।
মোদের দয়ার সাগর আদরিনী মা তুমি
সিদ্ধ তুমি নম্রতার মা রমণী
তুমি তো নও রিপুর নিকট ধামিনী
"তাই তো মা"
তুমি এই ভুবনে মোদের মা মোহিনী।

পবিত্র ক্রুশ ভগিনী সংঘে আজীবন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ

সিস্টার গিদ্দিং সিমসাং সিএসসি ও সিস্টার উর্মিতা সিসিলিয়া রোজারিও সিএসসি ▯ গত ৬ মে, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পবিত্র ক্রুশ ভগিনী সংঘের সিলেট ধর্মপ্রদেশের শ্রীমঙ্গল ধর্মপল্লীর সন্তান সিস্টার চন্দ্রিমা তজু সিএসসি, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর সন্তান সিস্টার ইভা এলিজাবেথ কস্তা সিএসসি ও ধরেন্ডা ধর্মপল্লীর সন্তান সিস্টার লিন্ডা তেরেজা রোজারিও সিএসসি, মণ্ডলী ও পবিত্র ক্রুশ ভগিনী সংঘে আজীবনের জন্য সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। মহাখ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের অবসরপ্রাপ্ত আর্চবিশপ মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি। পবিত্র খ্রিস্টযাগে মহামান্য কার্ডিনাল মঙ্গলবাণীর আলোকে সাধু পলের কথামতো বলেছেন, আমরা যা পেয়েছি এবং হয়েছি তা নিয়ে যখন আমরা মহান ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করি, তখনই আমাদের জীবন সুন্দর ও পবিত্র হয়ে ওঠে। সিস্টার পুষ্প তেরেজা গমেজ সিএসসি, সংঘের প্রথম মন্ত্রণাদাত্রী, আজীবনের জন্য সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারী সিস্টারদের ব্রত গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের অবসরপ্রাপ্ত বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি, বিভিন্ন ধর্মসংঘ থেকে আগত ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার, আজীবন সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণকারী সিস্টারদের আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণ। খ্রিস্টযাগ শেষে পবিত্র ক্রুশ ভগিনী সংঘের নামে সিস্টার পুষ্প তেরেজা গমেজ সিএসসি এবং তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ আজীবন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারী সিস্টারদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। সিস্টার ভায়োলেট রড্রিকস্ সিএসসি, এশিয়ার এলাকা সমন্বয়কারী উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তারপর কীর্তনের মাধ্যমে নেচে-গেয়ে হলি ক্রস বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আজীবন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারী সিস্টারদের বরণ করে নেয়া হয় এবং সেখানে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ প্রীতিভোজে অংশগ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আজীবন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারী সিস্টারদের সংবর্ধনা জানানো হয়। এরই মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়॥

বিশ্ব আহ্বান দিবস লূর্দের রাণী মারীয়ার ধর্মপল্লী, বনপাড়া

জের্ভাস মুরমু ▯ গত ১৫ মে, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ রবিবার 'লূর্দের রাণী মারীয়ার ধর্মপল্লী, বনপাড়া ধর্মপল্লীতে 'বিশ্ব আহ্বান দিবস' উদ্‌যাপন করা হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে উক্ত দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার লিপন প্যাট্রিক রোজারিও। উক্ত দিবসে প্রায় ৩০০ জনের মতো খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। খ্রিস্টযাগের পরপরই শুরু হয় "বিশ্ব আহ্বান দিবস" অনুষ্ঠান। শুরুতেই বনপাড়া ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার দিলীপ এস কস্তা ছোট প্রার্থনার মধ্যদিয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন এবং উক্ত দিনের মূলসুরকে কেন্দ্র করে তিনি তার অর্থপূর্ণ সহভাগিতা সবার সামনে তুলে ধরেন। একই সাথে তিনি আহ্বান বিষয়ে সকল যুবক-যুবতীদের উদ্দেশে সহভাগিতা করেন। এরপর সজিব পিউরীফিকেশন আহ্বান নিয়ে তার বক্তব্য প্রদান করেন। ফাদার লিপন প্যাট্রিক রোজারিও "যাজকীয় জীবনে আহ্বান" বিষয়ে বলেন, "আহ্বান হলো বিশেষ ডাক ও ধর্মীয় জীবনের বিশেষ ডাক। এছাড়া তিনি নিজের জীবনের আহ্বানের কথাও সকলের সাথে সহভাগিতা করেন। শেষে পাল পুরোহিত শ্রদ্ধেয় ফাদার দিলীপ এস কস্তা সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

চট্টগ্রাম আর্চডায়োসিসান যুব দিবস পালন

ফ্লেভিয়ান ডি'কস্তা ▯ বিগত ১ মে হতে ৫ মে, ২০২২ খ্রিস্টব্দ বান্দরবান ধর্মপল্লীতে আয়োজন করা হয় চট্টগ্রাম আর্চডায়োসিসান যুব দিবস। উক্ত যুব দিবসে চট্টগ্রাম আর্চডায়োসি'র ১১টি ধর্মপল্লী ও ২টি উপধর্মপল্লী হতে ১৪৭ জন যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম আর্চডায়োসিসান যুব কমিশনের যুব সমন্বয়কারী ফাদার আন্তনী প্রণয় গমেজ সিএসসি ও এপিসকপাল যুব কমিশনের যুব সমন্বয়কারী ফাদার বিকাশ রিবেরু সিএসসি যৌথভাবে মোমবাতি জ্বালিয়ে যুব দিবসের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। "পবিত্র আত্মার সাথে মণ্ডলী হিসেবে আমাদের সহযাত্রা" এই বিষয়ের উপর সহভাগিতা করেন চট্টগ্রাম আর্চডায়োসিসান পালকীয় সমন্বয়কারী মানিক উইলভার ডি'কস্তা, "বন্ধুত্বের মাধুর্য আত্মাকে শান্তি দেয় *(প্রবচনমালা ২৭:৯খ)*" এই বিষয়ের উপর সহভাগিতা করেন চট্টগ্রাম আর্চডায়োসিসান উন্নয়ন নির্বাহী মিকি পল গোনসালভেস, "মারিয়া উঠে সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করলেন" এই বিষয়ের উপর সহভাগিতা করেন চট্টগ্রাম আর্চডায়োসিসের আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি। সেই সাথে ফাদার রিপন রোজারিও এসজে ইয়ুথ কাউন্সিলিং নিয়ে যুবক-যুবতীদের সাথে আলোচনা করেন। এছাড়াও ধর্মপল্লীভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ের উপর সহভাগিতা, দলীয় আলোচনা, বন্ধুত্বের উৎসব, বান্দরবানের ৫টি আদিবাসী পাড়ায় এক্সপোজারও ছিল। পাহাড়তলী উপধর্মপল্লীর অংশগ্রহণকারী শুভ ইউজিন গোলদার তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করেন। ফাদার বিকাশ রিবেরু সিএসসি যুব ক্রুশের আরাধনা শেষে বলেন- "প্রার্থনাটি ভক্তিমূলক ও যুব অংশগ্রহণমূলক ছিল। এই ধরনের প্রার্থনা যুবদের মনে দাগ কাটতে সাহায্য করে। বিসিএসএম চট্টগ্রামকে ধন্যবাদা॥"

বাগেরহাট ফাতেমা রাণী উপধর্মপল্লীতে সিনোডাল চার্চ বিষয়ক সেমিনার

ফাদার নরেন বৈদ্য ▯ গত ১৭ মে, সেন্ট যোসেফস ক্যাথিড্রাল গির্জার অন্তর্ভুক্ত ফাতেমা রাণী উপধর্মপল্লী বাগেরহাটে, বিকাট ৪ টায় মারীয়া পল্লী ও খানপুর গ্রামের ৬০ জন অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে সিনোড চার্চ বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সিনোডের ব্যানার নিয়ে শোভাযাত্রা করে গির্জায় প্রবেশ করলে স্বাগত শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন উপকেন্দ্রের ইনচার্জ ফাদার ডমিনিক খোকন হালদার। অতঃপর একটি সিনোডাল চার্চের মূলসুর মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। প্রধান শিক্ষক আলফ্রেড রনজিত হালদার, ফাদার সেরাফিন সরকার ও ফাদার নরেন জে বৈদ্য। ফাদার নরেন তার বক্তব্যে বলেন যে, সিনোডীয় মণ্ডলী হলো-সহযাত্রার মণ্ডলী মিলনধর্মী মণ্ডলী সহভাগিতার মণ্ডলী। এছাড়া তিনি খ্রিস্টীয় সমাজকে আরও সুন্দর করে তুলতে সকলকে আরও সচেতন হতে আহ্বান জানান। পরিশেষে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ ও প্রীতিভোজের মাধ্যমে সিনড সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে॥

এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাথলিক ডক্টরস (এবিসিডি) ৯ম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

ডা. নেলসন ফ্রান্সিস পালমা ▯ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাথলিক ডক্টরস (এবিসিডি) -এর ৯ম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ২০ মে ২০২২ খ্রিস্টাব্দে (শুক্রবার) বিকেল ৫টায় বাংলাদেশ ক্যাথলিক বিশপ সম্মিলনী (সিবিসিবি) সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন এবিসিডি -এর আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা, সিবিসিবি -এর সাধারণ সম্পাদক ও ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন এবিসিডি -এর চ্যাপলেইন শোলপুর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ড. ফাদার লিন্টু ফ্রান্সিস ডি'কস্তা এবং স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত জাতীয় এপিসকপাল কমিশনের সম্পাদিকা মিসেস লিলি আন্তনীয়া গমেজ। সভায় সভাপতিত্ব করেন এবিসিডি -এর সভাপতি ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও। শুরুতেই প্রধান ও বিশেষ অতিথিগণ আসন গ্রহণ করেন। এরপর এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও কর্তৃক ৯ জন সদস্য-সদস্যা গণনা করে 'কোরাম' ঘোষণার মাধ্যমে নবম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যক্রম শুরু হয়। হাউজের সর্বসম্মতিক্রমে ডা. নেন্সি লিলিয়ান পালমা-কে বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী রক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। সভা শুরুর প্রারম্ভিক প্রার্থনা করেন বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি মহোদয়। এরপর চক্ষু বিশেষজ্ঞ প্রয়াত ডা. বার্টিন গুদা ও বাংলাদেশ ক্যাথলিক নার্সেস গিল্ড (বিসিএনজি)- এর প্রাক্তন সভাপতি প্রয়াত মিসেস আগ্নেস হালদার -এর আত্মার স্মরণার্থে ও শান্তি কামনায় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন পূর্বক ১ মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করেন। সভার কর্মসূচিতে কিছু সংশোধনের পর নবম বার্ষিক সাধারণ সভার কর্মসূচি হাউজের সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। এরপর স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও। তিনি তার বক্তব্যে বিগত বছরের কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরেন। এরপর বক্তব্য প্রদান করেন সভার প্রধান অতিথি বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি মহোদয়। তিনি তাঁর বক্তব্যে এবিসিডি -এর কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। এরপর বিশেষ অতিথিদ্বয় বক্তব্য প্রদান করেন। এবিসিডি -এর ২০২১-২০২২ খ্রিস্টাব্দ সময় (সময়কাল: ২৬ জানুয়ারি, ২০২১ - ২০ মে, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ.) -এর সাংগঠনিক কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন সাধারণ সম্পাদক ডা. নেলসন ফ্রান্সিস পালমা। কোনো সংশোধনী না থাকায় হাউজের সর্বসম্মতিক্রমে সাংগঠনিক কার্যবিবরণীটি অনুমোদন করা হয়। এরপর এবিসিডি -এর ২০২১-২০২২ খ্রিস্টাব্দ (সময়কাল: ২৬ জানুয়ারি, ২০২১ - ২০ মে, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ) -এর আর্থিক বিবরণী উপস্থাপন করেন এবিসিডি -এর কোষাধ্যক্ষ ডা. ফ্রান্সিসকা রিনিক গমেজ। সংশোধনী সাপেক্ষে আর্থিক বিবরণীটি হাউজের সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। বিবিধ আলোচনার পর কার্যকরী পরিষদের পক্ষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও। শেষ প্রার্থনা করেন ফাদার ড. লিন্টু ফ্রান্সিস ডি'কস্তা। সব শেষে নবম বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও॥

পানজোরায় পাদুয়ার মহান সাধু আন্তনীর তীর্থ উৎসব পালন

শুভ পেরেরা ▯ বিগত ১৩ মে ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার নাগরী ধর্মপল্লীর সাধু আন্তনীর তীর্থভূমি পানজোরাতে অতি ভাবগাম্ভীর্যের সাথে পালন করা হয় "মহান সাধু আন্তনীর" মহাপার্বন। পর্বের প্রস্তুতি স্বরূপ প্রতিবারের ন্যায় এবারও নয়দিন ব্যাপী সকালে ও বিকেলে নভেনা করা হয়। এই নয় দিনের নভেনায় দূর দুরান্ত থেকে অনেক আন্তনীভক্ত অংশগ্রহণ করেন। এই নয় দিন বিভিন্ন ফাদারগণ সাধু আন্তনীর বিভিন্ন গুণ ও তার আশ্চর্য কাজগুলো নিয়ে ধ্যান, প্রার্থনা ও সকলের সাথে সহভাগিতা করেন।

সাধু আন্তনীর পার্বণ উপলক্ষে দু'টি খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। আর এই দু'টি খ্রিস্টযাগই উৎসর্গ করেন সিলেট ধর্মপ্রদেশের বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ। এছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি, ভিকার জেনারেল ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া, হলিক্রস ফাদার সম্প্রদায়ের প্রভিন্সিয়াল ফাদার জর্জ কমল সিএসসি, নাগরী ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার জয়ন্ত গমেজ এবং আরো ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারগণ। দু'টি খ্রিস্টযাগে বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে বিপুল ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সংখ্যক আন্তনী-ভক্ত অংশগ্রহণ করেন।

খ্রিস্টযাগের শুরুতেই সাধু আন্তনীর চ্যাপেল থেকে নৃত্য ও শোভাযাত্রার মধ্যদিয়ে বেদীতে প্রবেশ করা হয় এবং এরপর বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ খ্রিস্টযাগ আরম্ভ করেন। তিনি উপদেশ সহভাগিতায় সকলকে পার্বণের শুভেচ্ছা জানান। তিনি সাধু আন্তনীর জীবন, বাণী, প্রচার সম্পর্কে এবং সাধু আন্তনীর পবিত্র অন্তর যা আমাদের যিশুর কাছে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে তা সহভাগিতা করেন। আমরা যেন শুধু আমাদের চাহিদার জন্য বা কিছু পাবার জন্য প্রার্থনা না করি এবং আমার যা প্রয়োজন তা পাবার পর যেন আমরা ঈশ্বরকে ভুলে না যাই। আমরা যেন আমাদের বিশ্বাস না হারাই বরং পবিত্র আত্মাকে যেন আমরা অন্তরে গ্রহণ করি ও তাঁর দ্বারা যেন আমরা সকল কিছুর বিচার বিশ্লেষণ করি। এছাড়া বিশপ সকল দেশের শান্তি কামনা করেও প্রার্থনা করেন। শেষে বিশপ সবাইকে বিশেষ আশীর্বাদ প্রদান করেন ও খ্রিস্ট বিশ্বাসীগণ মাথা নত করে ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। এরপর যারা বিভিন্ন দ্রব্য নিয়ে এসেছিল আশীর্বাদ করার জন্য বিশপ সেই সকল দ্রব্যসামগ্রী ঈশ্বরের নামে আশীর্বাদ করেন। সবশেষে শান্তি ও আনন্দের প্রতীক হিসেবে বিশপ মহোদয় পায়রা উড়িয়ে তা সকলের সাথে উদ্‌যাপন করেন।

খ্রিস্টযাগের শেষে নাগরী ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার জয়ন্ত গমেজ, বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজকে দুটি খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। এছাড়াও উপস্থিত বিশপ, ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার এবং সকল খ্রিস্টভক্ত ও আন্তনী ভক্তদেরকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আরও ধন্যবাদ জানান যারা বিভিন্ন ভাবে এই নয় দিনব্যাপী এবং সাধু আন্তনীর পর্ব দিনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য শ্রম দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে এবং অন্য যে কোন উপায়ে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ দেন। উল্লেখ্য পানজোরাতে সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসব করা হয় ফেব্রুয়ারি মাসে। কিন্তু বিভিন্ন কিছু বিবেচনা করে মে মাসে করা হয়।

প্রকৃতির বৈরিতা সত্ত্বেও অনেক আন্তনীভক্ত একসাথে ঈশ্বরের প্রশংসা করার সুযোগ পায় এ তীর্থে ॥

নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ
নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

পদের নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	আবশ্যিক যোগ্যতাসমূহ
জুনিয়র প্রোগ্রামার	বিএসসি, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং	SQL, JavaScript, jQuery, Node.js, Express, NPM, HTML, CSS বিষয়ে দক্ষ হতে হবে।
সিকিউরিটি গার্ড	মহিলা (এসএসসি পাস) পুরুষ (এইচএসসি পাস)	সুঠাম ও সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বয়স সর্বোচ্চ ৩০ বছর। উচ্চতা: পুরুষ: ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি মহিলা: ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি

আগ্রহী প্রার্থীগণকে পরীক্ষায় পাসের প্রাপ্ত বিভাগ, জিপিএ ও পাসের সন উল্লেখপূর্বক পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত, সম্প্রতি তোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদপত্রের কপি, নাগরিকত্ব সনদ ও অন্যান্য অভিজ্ঞতার সনদের কপিসহ আগামী ২ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে **ডিরেক্টর, হিউম্যান রিসোর্সেস ডিভিশন, নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ, ২/এ, আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ অথবা ই-মেইল: hr@ndub.edu.bd** এই ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।

বিজ্ঞ/১৬১/২২

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট
(কারিতাস বাংলাদেশের একটি প্রজেক্ট)
২ আউটার সার্কুলার রোড, শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭
দুই বছর, এক বছর ও ছয়মাস মেয়াদি কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

কারিতাস বাংলাদেশের অধীনে পরিচালিত কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্টের আওতায় চলমান বিভিন্ন প্রজেক্টের মাধ্যমে ৬ মাস, ১ বছর ও ২ বছর মেয়াদী বিভিন্ন ট্রেডে আগামী ৩০ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি করা হবে। এই প্রশিক্ষণগুলো **আগামী ০১ জুলাই ২০২২ খ্রিস্টাব্দ হতে শুরু হবে**। এ প্রেক্ষিতে নিম্নে বর্ণনা অনুযায়ী যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীদের জরুরী ভিত্তিতে ৫ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

১। প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তির যোগ্যতাঃ ক) বয়স: ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৬ হতে ২২ এবং মেয়েদের ১৬-৩৫ বছর (বিধবা/ তালাক প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিল যোগ্য), খ) শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ৫ম শ্রেণী হতে এসএসসি পর্যন্ত (প্রতিবন্ধী/ মহিলাদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিল যোগ্য)। বয়রা টেকনিক্যাল স্কুলের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য অষ্টম শ্রেণী থেকে এসএসসি পাশ, গ) বৈবাহিক অবস্থা: অবিবাহিত (মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়), ঘ) পারিবারিক অবস্থা : অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র পরিবারের যুবক/যুব মহিলা, ঙ) পারিবারিক মাসিক আয় সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকা, চ) অগ্রাধিকারঃ কারিতাস সহযোগী দলের পরিবারের সদস্য/ পোষ্য/ আদিবাসী/ উপজাতি, বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা, প্রতিবন্ধী, গরীব-ভূমিহীন দরিদ্র ছেলে-মেয়ে।

২। বাছাই পদ্ধতি : লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী বাছাই করা হবে।

৩। প্রশিক্ষণ ও ভর্তি সম্পর্কিত তথ্য:

বিবরণ	আরটিএস/ বিটিএস/ ভিটিসি প্রজেক্ট	সিবি-এমটিটিপি প্রজেক্ট
যে সকল ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়	(ক) অটো মেকানিক/ অটোমোবাইল (খ) ইলেকট্রিক এন্ড রেফ্রিজারেশন/ ইলেকট্রিক্যাল (গ) ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন (ঘ) উডেন ক্র্যাফট (ঙ) মেশিনিষ্ট (চ) ইলেকট্রনিক্স এন্ড মোবাইল ফোন সার্ভিসিং (ছ) টেইলারিং এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং এবং (জ) প্লাম্বিং	ক) অটো মেকানিক (খ) টেইলারিং এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং
মেয়াদ কাল	ছয় মাস/ এক বছর / দুই বছর (সেমিষ্টার পদ্ধতি)	ছয় মাস/ তিন মাস
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	(ক) প্রথম সেমিষ্টার (তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক) (খ) দ্বিতীয় সেমিষ্টার (ব্যবহারিক ও অন জব ট্রেনিং)	তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক
আবাসন সম্পর্কিত	আবাসিক ব্যবস্থা আছে	আবাসিক ব্যবস্থা নেই।
ভর্তি ফি	২০০/- টাকা (অঞ্চল অনুসারে কম বেশি হতে পারে)	২০০/- টাকা
মাসিক টিউশন ফি	৭০০/- টাকা (অঞ্চল অনুসারে কম বেশী হতে পারে)	১৫০/- টাকা।

বিদ্রঃ ভর্তির ক্ষেত্রে সকল ট্রেড মহিলাদের জন্য উন্মুক্ত।

৪। সাধারণ তথ্যাবলীঃ (ক) সাদা কাগজে জীবন বৃত্তান্তসহ নিজ হাতে লিখিত দরখাস্ত জমা দিতে হবে; (খ) ২ কপি সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি দিতে হবে; (গ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের কপি; (ঘ) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক নাগরিকত্ব সনদপত্রের কপি; (ঙ) আরটিএস/ বিটিএস/ এফডিএসই/ ভিটিসি এর নিয়মিত কোর্সে (দুই, এক বছর ও ছয় মাস) ভর্তির সময় অবশ্যই রেজিস্টার্ড চিকিৎসক কর্তৃক শারীরিকভাবে সক্ষম এ মর্মে মেডিক্যাল রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। (বিশেষ করে Blood for Hb%, Urine for R/M/E, RBS and X-Ray Chest P/A) মেডিক্যাল রিপোর্ট দাখিল করতে অপারগ হলে ভর্তি ফির সাথে অতিরিক্ত ৩০০ (তিনশত) টাকা স্কুলে জমা দিতে হবে; (চ) আরটিএস/ বিটিএস/ এফডিএসই/ ভিটিসি এর ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ক্যাম্পাসে ফ্রি থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে; (ছ) কারিগরি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীদের নৈতিকতা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়; (জ) সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারীদের কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্টের সনদপত্র এবং কোর্স শেষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী বা কর্মসংস্থানের জন্য সহযোগিতা দেয়া হয়; (ঝ) পাশকৃত প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়মিত ফলোআপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হয়।

৫। এলাকা ভিত্তিক যোগোযোগের ঠিকানা ও ফোন নম্বর :

আরটিএস/ বিটিএস/ ভিটিসি		সিবি-এমটিটিপি	
অধ্যক্ষ **ফাদার সি. জে. ইয়াং টেকনিক্যাল স্কুল** বাকেরগঞ্জ, বরিশাল ফোন: ০১৭৬১৭৩২০০০	অধ্যক্ষ **কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল** বানিয়ারচর, মুকসেদপুর, গোপালগঞ্জ ফোন: ০১৭১৩৩৮৪১০৬	টেকনিক্যাল অফিসার **কারিতাস বরিশাল অঞ্চল** সাগরদি, বরিশাল-৮২০০ ফোন : ০১৭১৯৯০৯৪৮৬	টেকনিক্যাল অফিসার **কারিতাস খুলনা অঞ্চল** রূপসা ষ্ট্রান্ড রোড, খুলনা-৯১০০ ফোন : ০১৭১৮৪০৪৩৮২
অধ্যক্ষ **ব্রাদার ফ্লেভিয়ান টেকনিক্যাল স্কুল** শাহমিরপুর, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম ফোন: ০১৭১৩৩৮৪১০৩	অধ্যক্ষ **কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল** আকনপাড়া, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ ফোন : ০১৭১৩৩৮৪১০৭	টেকনিক্যাল অফিসার **কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল** ভাটিকেশ্বর, ময়মনসিংহ-২২০০ ফোন : ০১৭১৮২৭১৭৩২	টেকনিক্যাল অফিসার, **কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল** পো:অ: বক্স.১৯, রাজশাহী-৬০০০ ফোন : ০১৭১৬৭৪৯৬৯৪
অধ্যক্ষ, **ব্রাদার ডোনাল্ড টেকনিক্যাল স্কুল** কমলাপুর, সাভার, ঢাকা, ফোন : ০১৯৫৫৫৯০৫৫২	অধ্যক্ষ, **কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল** বনপাড়া, বড়াইগ্রাম, নাটোর ফোন : ০১৭১৩৩৮৪১০৮	টেকনিক্যাল অফিসার **কারিতাস দিনাজপুর অঞ্চল** পো: অ: বক্স.৮, দিনাজপুর-৫২০০ ফোন : ০১৭১২৫৬৭৩৪৪	এসিসট্যান্ট এমপ্লয়মেন্ট প্রমোশন এন্ড ট্রেনিং অফিসার **কারিতাস সিলেট অঞ্চল** সুরমাগেট, খাদিমনগর সিলেট-৩০০৩ ফোন: ০১৮১৮১৩৮১৬৪
অধ্যক্ষ **শহীদ ফাদার লুকাশ টেকনিক্যাল** স্কুল, দিনাজপুর ফোন : ০১৭১৩৩৮৪১০৫	অধ্যক্ষ **কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল** ইছবপুর, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার ফোন: ০১৯৮০০০৮৪৪৩		
অধ্যক্ষ **বয়রা টেকনিক্যাল স্কুল** রায়েরমহল, বয়রা, খুলনা মোবাইল : ০১৭১২৯৩১৬৪৩	ট্রেনিং ইনচার্জ **ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার** ওসমানপুর, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর ফোন: ০১৭২২৮৪০৬৭৫		
কারিতাস কেন্দ্রিয় অফিস			
ডেপুটি প্রজেক্ট ম্যানেজার, আরটিএস মোবা: ০১৯৮০০০৮৫৮৪	**সমন্বয়কারী**, এমটিটিপি মোবা: ০১৭১২১৫২৩৩৭	**প্রজেক্ট ম্যানেজার, সিটিএসপি** মোবা: ০১৯৫৫৫৯০০৯৪	হেড অব ইসিডি, কারিতাস কেন্দ্রিয় কার্যালয় মোবাইল: ০১৭৩০৩২০৩৫৩

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট - কারিগরি শিক্ষার একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

বিজ্ঞ/১৫৮/২২

Job Vacancy

The Leprosy Mission International Bangladesh

The Leprosy Mission International-Bangladesh (TLMI-B) is a member of The Leprosy Mission (TLM) Global Fellowship which is an International Christian faith-based organization, committed to changing the lives of persons affected by leprosy. TLMI-B is working in Bangladesh since 1991 as a partner of the Government of Bangladesh to eliminate the cause and consequences of leprosy to achieve its vision "leprosy defeated, lives transformed". Also, it works for the social rehabilitation of people affected by leprosy, disability, and social exclusion. Currently, TLMI-B invites applications from the interested and eligible candidates for its 'Rural Health Program' for the following position:

Program Finance Manager (1 position), Job Location: **Nilphamari.**

Responsibilities:

- Assist the Program Leader in Financial management and compliance with TLMI-B's policy, and taking financial decisions.
- Exercise accounting control over the groups of accounts within the program area.
- Prepare the Project Budgets and their analysis, activity-wise budgeting.
- Prepare Monthly Management Accounts of the respective projects and present them in the meeting where necesary.
- Prepare Budget Comparison, Receipts & Payments A/C, Income & Expenditure A/C, Balance Sheet as per organization schedule.
- Compute salary information for payroll and compile other payroll data as necessary.
- Develop financial reports for financial analysis, forecasting, trending, and results analysis.
- Prepare NGOB documents related to funding approval as well as prepare annul report for local Gov. authority.
- Responsible for the accurate and timely flow of financial information between the Program Leader, and the Admin & Finance Coordinator in Dhaka, project partners, and donor organizations.
- Supervise the maintenance of asset Register, stock, staff benefit fund (PF & Gratuity), and revolving loan fund (if any) of TLMI-B projects.
- Maintaining investment records and compliance with income tax regulations and assist the management for decision making for further investment.
- Prepare to deposit tax pay roll manual tax calculation/reconciliations quarterly and annual tax processing, current tax compliance of staff personal, organizational and submit the return on time.
- Cash management especially cash inflow and outflow budget, grant requisition, and day end cash checking
- Financial supervision and monitoring of the project activities and review of the authenticity of every payment before they are made.
- Assist in making necessary purchases and disposals as per the policy as a member of the local purchase & disposal committee.
- Effectively manage and coordinate with the accounting staff of the project to ensure the finance and accounting issues of the programs run smoothly and effectively.
- Assist the project manager to prepare the annual budget, financial reporting, and external auditing.
- Apply working knowledge of applicable laws and regulations; verify documents for completeness and compliance with government and donor agencies.
- Identify the needs for training and capacity building of finance staff to improve their skills in financial management and in preparing financial reports.
- Induct new staff and provide ongoing guidance and training on project financial procedures.
- Any other related responsibilities or tasks as assigned by TLMI-B authority.

Requirements:

- Minimum M.Com. Having a professional diploma or certificate course in Finance & Accounting would have added advantage. CPA/ CA (CC) preferred.
- Minimum 7/8 years of progressively responsible accounting experience required.
- Must be able to prepare a full set of accounts in the absence of junior staff.
- Proven ability in collaborating with local government, and donor representatives from different cultural backgrounds.
- Proficient in MS Office packages (Especially, MS Word, MS Excel, and MS PowerPoint) with the advanced knowledge in the use of financial software applications, databases, spreadsheets, and/or word processing required. Experienced in working with QuickBooks Accounting software is preferred.
- A commitment to TLMI-B's vision, mission, and work with and for people affected by leprosy, disability, and social exclusion.
- Ability to empower others and delegate responsibilities, ability to follow through, openness to learning, responsiveness, and pro-activeness.
- Abbility to meet deadline.
- The Leprosy Mission International Bangladesh has a zero-tolerance policy toward any abuse, neglect, and exploitation of all people. Successful candidates will be subject to **reference and background checks** as well as expected to sign and comply with TLMIB's all organizational policies, including the TLMIB Safeguarding Code of Conduct and the Safeguarding Children & Vulnerable Adults Policy.

Salary & Benefits:

Monthly Gross Salary **BDT 45,000–48,000** (based on the competency of the candidate), along with other benefits (such as PF, Gratuity, Annual Festival Allowance, Lunch Allowance, Mobile bill Allowance, Medical Allowance, etc.) as per organizational policy.

How to Apply:

The eligible candidates are requested to send an email along with a cover letter, updated CV including a recent Passport size photograph, two referees (one must be the present Supervisor), and copies of the latest academic certificates to HR.Manager@TLMBangladesh.org on or before **June 4, 2022**. Please write the name of the '**Position**' you are applying for at the subject head of your email. Only short-listed candidates will be called for an interview. Any personal persuasion/contact will be treated as disqualification.

বিজ্ঞ/১৫৮/২২

জমি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ! জমি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি !! জমি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি!!!

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণীত তফসীলকৃত জমি বর্তমান বাজার মূল্যে বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ক্রেতাদের অতি সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

জমির বিবরণ :
জেলাঃ ঢাকা, থানা : সাভার, মৌজাঃ কমলাপুর
খতিয়ান: সি.এস নং-৩১, এস.এ নং-৬৩,
আর.এস. নং- ৩৫,
দাগ: সি.এস এন্ড এস.এ নং-২৪৪, আর.এস নং-৭৬৭, জমির পরিমাণ : ১৭ শতাংশ

জমির বিবরণ :
জেলা : গাজীপুর, থানা: : টঙ্গী, মৌজা: পাগাড়,
খতিয়ান: সি.এস নং-৯৯, এস.এ নং-১৭২,
আর.এস. নং- ১৩৭,
দাগ: সি.এস এন্ড এস.এ নং-৪২৭, আর.এস নং-১০১৯, জমির পরিমাণ : ১৭.৫০ শতাংশ

জমির বিবরণ :
জেলা : ঢাকা, থানা: সাভার, মৌজা: দেওগাঁও,
খতিয়া: সি.এস নং-৪৫,২৬, এস.এ নং-৩৮, আর.এস. নং- ৪৩, মিউটেশন নং-১৮৯৩, জোত নং-২৮/১০,
দাগ: সি.এস এন্ড এস.এ নং-৭, আর.এস নং-২৭,
জমির পরিমাণ : ১৫ শতাংশ

জমির বিবরণ :
জেলা : ঢাকা, থানা: সাভার, মৌজা: রাজাশন,
খতিয়ানঃ এস.এ নং-০৭, আর.এস.
নং- ১৭১, দাগ: সি.এস এন্ড এস.এ নং-৭৪,
আর.এস নং-২৬১, জমির পরিমাণ : ৭.৩৭ শতাংশ

জমির বিবরণ :
জেলা : গাজীপুর, থানা: গাজীপুর সদর, মৌজা: নৈবাড়ী,
খতিয়ান: এস.এ নং- ২৭ ও ৪০, ২১, আর.এস. নং- ৩৬ ও ২৯, ৩০, দাগ: সি.এস এন্ড এস.এ নং- ৬২ও ৮৬, আর.এস নং- ৮৩ ও ১৪৩, জমির পরিমাণ : ৫+৩.৬=৮.৬ শতাংশ

জমির বিবরণ :
জেলা : ঢাকা, থানা: সাভার, মৌজা: আনন্দপুর, খতিয়ান :
সি.এস নং- ২০, এস.এ নং- ২৪, আর.এস. নং- ১০১,
বি.এস নং-৭০২, দাগ: সি.এস এন্ড এস.এ নং- ২৮,
আর.এস নং-১৪০, বি.এস নং-২২৬৬, মিউটেশন নং-১০১/কাত, জোত নং- ২১৪, জমির পরিমাণ : ৫ শতাংশ

জমির বিবরণ :
জেলা : ঢাকা, থানা: নবাবগঞ্জ, মৌজা: আইচানোয়াদ্দা, খতিয়ান:
এস.এ নং-৬৭, সি.এস নং-১৮, আর.এস নং-৩৫, বি.এস নং-১৩১২,
দাগ: সি.এস এন্ড এস.এ নং-২৪, আর.এস নং-৩৯, বি.এস নং-৭৪৯,৭৫০,৭৫২, জোত নং-২১১৫
জমির পরিমাণ : ৭.০৫ শতাংশ

যোগাযোগের ঠিকানা

আইন বিভাগ (৫ম তলা)
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা
রেভা: ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ভবন,
১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
টেলিফোন নম্বর: ০১৬-৭৭৮১০০০৪, ৫৮১৫০২৭৬, ৫৮১৫২৬৪০, ৫৮১৫৩৩১৬

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

পংকজ গিলবার্ট কস্তা
প্রেসিডেন্ট
দি সিসিসিইউ লিঃ, ঢাকা

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া
সেক্রেটারি
দি সিসিসিইউ লিঃ, ঢাকা

বিপ্র/১৫৯/২২

কমলাপুর গির্জার প্রিয় প্রতিপালক সাধু আন্তনীর পর্বোৎসবে সবার নিমন্ত্রণ

স্লোগান: আসুন আমরা সবাই পবকর্তা হই। সাধু আন্তনীর নামে জমি ক্রয়ে সাহায্য করি

প্রিয় সুধী,

কাথলিক মণ্ডলীতে মান্যবর যে সমস্ত মহান সাধু-সাধ্বীগণ রয়েছেন সাধু আন্তনী হলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়। আপনি জেনে খুশি হবেন সেই সুপ্রিয় সাধু আন্তনীর পর্বটি আগামী ১০ জুন, শুক্রবার কমলাপুরে বর্ণিল আয়োজনে পালন করা হবে। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করবেন পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ, ওএমআই।

এ বৎসর আপনাদের দানে পর্ব থেকে যা আয় হবে তা সম্পূর্ণভাবেই সাধু আন্তনীর চত্বরটি সৌন্দর্য বর্ধন ও সাধু আন্তনীর নামে জমি ক্রয়ে ব্যবহার করা হবে। তাই আপনাদের সবাইকে পর্বকর্তা হওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ করি। পর্বকর্তার শুভেচ্ছা দান ৫০০/- টাকা। খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য ১৫০/- টাকা। আপনাদের উপস্থিতি আমাদের আনন্দ।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে যারা পর্বের খ্রিস্টযাগে যোগদান করবেন সবার জন্যেই দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা আছে।

ধন্যবাদান্তে–

ফাদার আলবার্ট রোজারিও
ফাদার শিশির কোড়াইয়া
সিস্টারগণ এবং ভক্তজনগণ

প্রতাপ আগষ্টিন গমেজ (সেক্রেটারী)

অনুষ্ঠানসূচী

নভেনার খ্রিস্টযাগ : ১ জুন -৯ জুন, সকাল ৬ টায় ধরেণ্ডা ধর্মপল্লী ও বিকাল ৫টায় কমলাপুরে

পর্বীয় খ্রিস্টযাগ : ১০ জুন, শুক্রবার সকাল ৯:৩০ মিনিট (কমলাপুরে)

বিজ্ঞ/১৫৪/২০২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
২. শেষ ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৩. প্রথম ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)		
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা	=	৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা	=	২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি	=	৫০০/- (পাঁচশত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
(সকাল ৯টা-বিকাল ৫টা) অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

বিকাশ নম্বর : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে চান? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে 'প্রতিবেশী পরিবার'। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

–ঃ গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী ঃ–

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
- গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে THE PRATIBESHI নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

ডাক মাসলসহ বার্ষিক চাঁদা

বাংলাদেশ	৩০০ টাকা
ভারত	ইউএস ডলার ১৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	ইউএস ডলার ৪০
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	ইউএস ডলার ৬৫

বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা-১৯
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 19
বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা - ১৯
Regd. No. DA-33
❖ 29 May - 4 June, 2022, ১৫ - ২১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

দ্বাদশ মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত জেনেট কস্তা

জন্ম: ৫ এপ্রিল ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু: ২৪ মে ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

"চির নিদ্রায় তুমি
দীর্ঘ বারটি বৎসর,
তোমার আবাস এখন
প্রভুরই কানন"

কতদিন কতরাত হলো পার একটি যুগ বারটি বৎসর পূর্ণ হলো আজ। আজও মনে পরে যে দিন এসেছিলে বধু বেশে ছোট সংসারে করেছিলে সকলের হৃদয় জয়। তোমারই বিহনে সেদিন আমরা দেখেছিলাম অন্ধকার আকুল পাথারে কি করবো তখন কিছুই বুঝতে পারিনি, তুমি স্বর্গ হতে দু'হাত তুলে প্রার্থনা করেছ বলে টিকে আছি আজও। তোমার মেয়েরা আজ কত বড় হয়েছে, লক্ষ্মী সোনা মনিরা সব সময় তোমাকে অন্তরে রাখে। আমাদের ছোট মনি যাকে রেখে তুমি চলে গেলে, আমাদের সকলের চোখের মনি জয়ীতা আজ কত বড় হয়েছে। লক্ষ্মী ওরা তোমারই দেওয়া ত্রিরত্ন, তোমারই আশীষে টিকে আছি আজও। তাই তোমারই রূপে তোমারই নামে একজন ভগ্নি ধরেছে ছোট সংসারের হাল, স্বর্গে তুমি মর্তে মোরা শুধু চাই প্রার্থনা চিরকাল।

শোকাহত

জয়া ও সেতু, জেরীন, জয়ীতা
জুলিয়ান ও আন্নামেরী, মিন্টু ও নিপা জেনেট
মেরীল্যান্ড, আমেরিকা

বিজ্ঞ/১৫৩/২০২২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org